মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

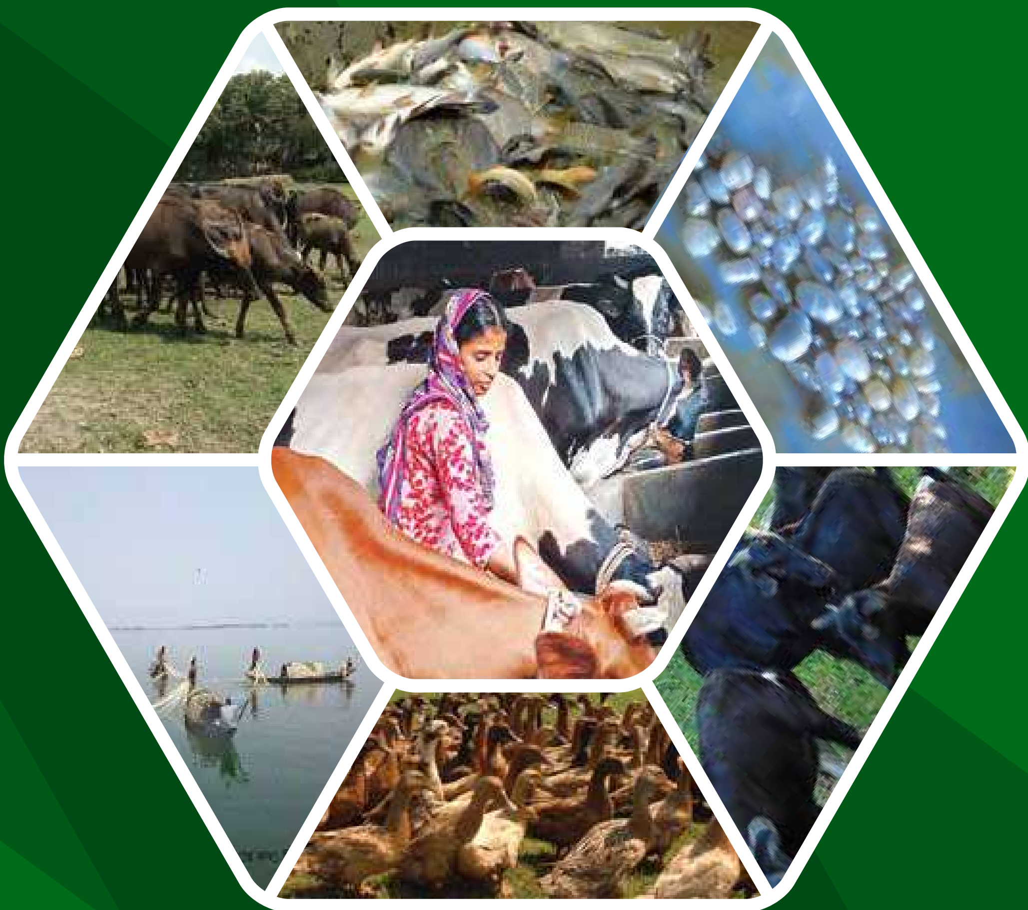

প্রকাশনায় :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

www.flid.bd

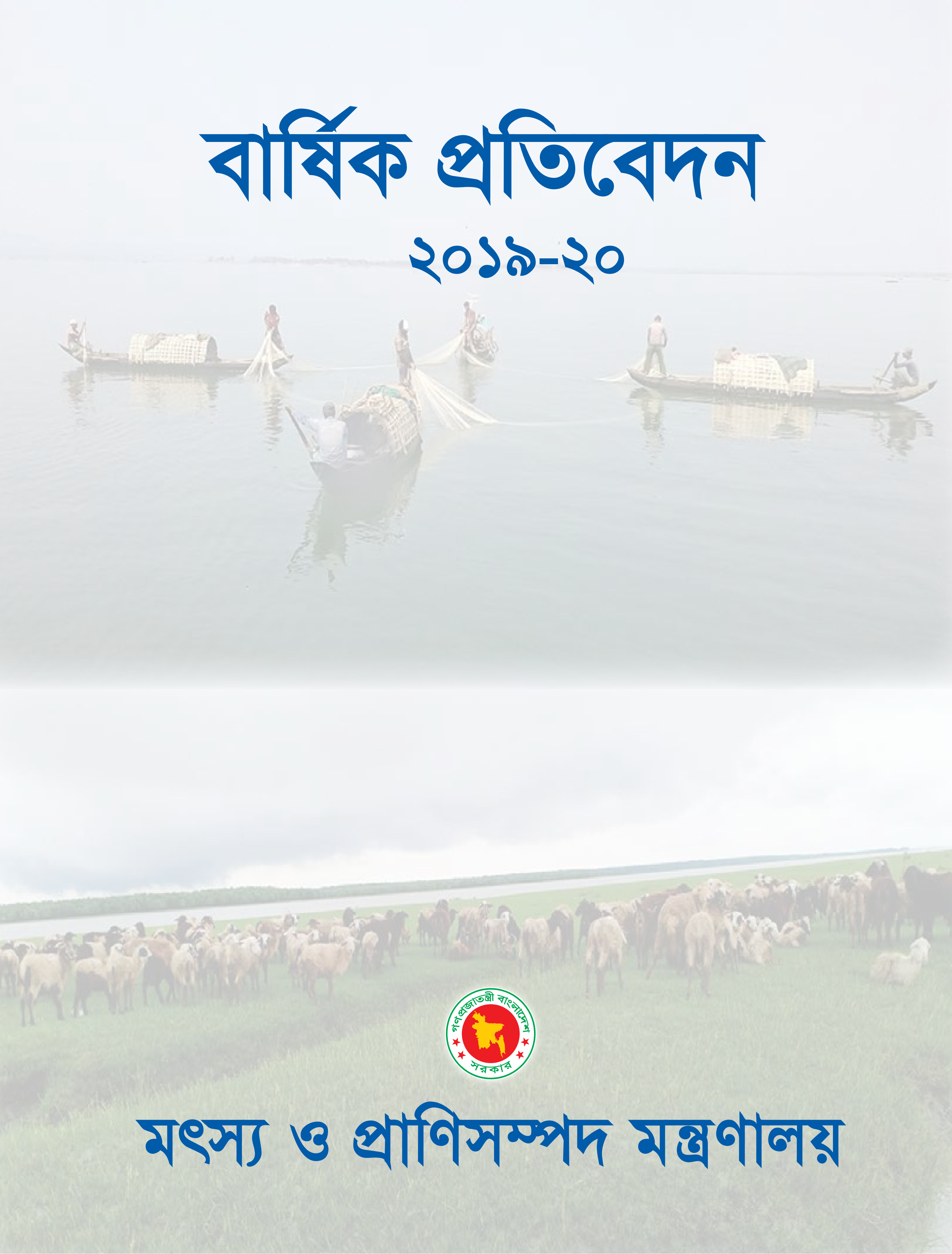

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
নভেম্বর, ২০২০

মুদ্রণে
এম. এম. এন্টারপ্রাইজ
২৯১, ফকিরাপুল, আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ভাবনা
উপ পরিচালক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মোসাঃ শায়লা শারমিন
সহকারী চিত্রশিল্পী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

"I have a very good exportable commodities like jute, like tea, like hide and skins, fish. I have forest goods. I can export many things."......

Bangabandhu, father of the nation.

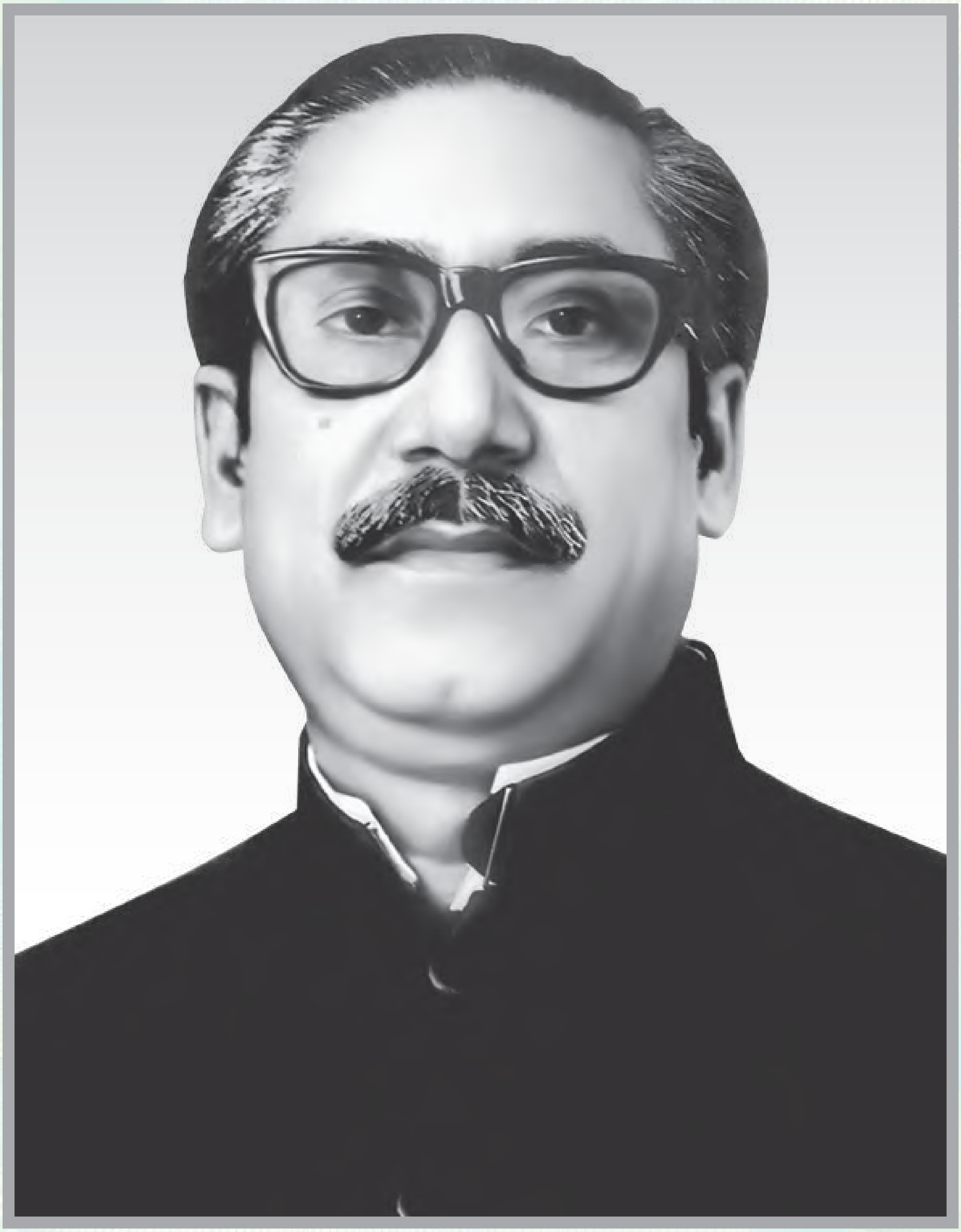

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ ম রেজাউল করিম এমপি
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বার্ষিক প্রতিবেদন' মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০' প্রকাশিত হচ্ছে। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মের গতি-প্রকৃতি ও সার্বিক অগ্রগতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

সুস্থ-সবল ও মেধাবী মানব সম্পদ তৈরিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল সম্ভাবনাময় এ খাত জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এ দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানাবিধ যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রণোদনার ফলে দেশ আজ মাছ-মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব, দূরদর্শী পরিকল্পনা, গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা ও বিভিন্ন প্রণোদনার ফলে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে- সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোণা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। দেশের মোট জিডিপির ৩.৬১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির এক-চতুর্থাংশের বেশি(২৫.৩০ শতাংশ) মৎস্য খাতের অবদান। দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৩৯ শতাংশ আসে মৎস্য খাত হতে। মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়।

অপরদিকে দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। স্থিরমূল্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৭ শতাংশ। ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন ও বিতরণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এ খাত প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষকে কর্মক্ষম করে বেকারত্ব দূর করছে। ফলে ব্যক্তি নিজে উদ্যোক্তা হচ্ছেন, দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখছেন। তাছাড়া গ্রামীণ জনপদে শহরমুখী প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০' মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

রওনক মাহমুদ
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় খাত। কৃষিপ্রধান এ দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, জলজ ও প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, আমিষের যোগান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা নির্বাহ এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য আদিকাল হতে প্রাকৃতিক জলাভূমিতে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন, হাঁস-মুরগীর ডিম ও গবাদিপশুর দুধ ও মাংসের উপর জাতি নির্ভরশীল। একটি মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে এ সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকারের নানামুখী উদ্যোগ ও বিভিন্ন প্রণোদনার ফলে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কৃষিজ খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি মাছ-মাংস উৎপাদনেও দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের সময়োচিত ও যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম এবং বিগত ১০ বছরের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন গত এক দশকে যথাক্রমে ৪, ৫ ও ২ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ মাছ-মাংসের পাশাপাশি ডিম ও দুধ উৎপাদনেও অচিরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্লু-ইকোনমির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণ নিশ্চিতকরণে সদাশয় সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তা ও খামারীগণের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের নব নব প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ ও আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ এ খাতের উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন- এ প্রত্যাশা করি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনায় উদ্যোগ নিয়েছে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রকাশনাটি সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের উপকারে আসবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের দেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদে আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে এ কামনা করি।

(রওনক মাহমুদ)

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-১৪
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	১৫-৩৮
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৯-৫৬
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫৭-৭০
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৭১-৮২
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৩-৯৬
০৭.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	৯৭-১০২
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১০৩-১১০
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১১১-১১৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(www.mofl.gov.bd)

ভূমিকা
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এদের সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জাত উন্নয়ন এবং মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের মূল্য সংযোজনে (Value addition) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রূপকল্প (Vision)
সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mision)
মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives)
- মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)
১. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

২. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন;

৩. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;

৪. মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যাবলী আধুনিকীকরণ;

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;

৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জরিপ এবং চিড়িয়াখানা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৭. মন্ত্রণালয়ের মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৮. মৎস্যসম্পদ ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, আধুনিকীকরণ এবং এ সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদন;

৯. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

১০. মৎস্য, গবাদিপশু এবং হাঁস মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা;

১১. মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার, আহরণ ও মৎস্য বর্জ্যের ব্যবহার;

১২. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও হিমায়িতকরণ সুবিধার উন্নয়ন;

১৩. সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারের লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও তদারকি;

১৪. প্রাণিসম্পদের মান উন্নয়ন;

১৫. ভেটেরিনারি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও প্রমিত মানদন্ড নির্ধারণ এবং ভেটেরিনারি ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;

১৬. মৎস্য ও কৃত্রিম মুক্তা চাষ উন্নয়ন;

১৭. শিক্ষণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;

১৮. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

১৯. নারী উন্নয়ন ও নারীদের আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টি ।

সাংগঠনিক কাঠামো

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে ০৪ টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগগুলো হচ্ছে (১) প্রশাসন (২) মৎস্য (৩) প্রাণিসম্পদ (৪) সমন্বয় ও আইসিটি। সম্প্রতি ব্লু-ইকোনমি ও পরিকল্পনা নামে আরো ০২টি অনুবিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ০২টি অনুবিভাগসহ মোট ০৬টি অনুবিভাগের মাধ্যমে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০৬টি অনুবিভাগের অধীনে বর্তমানে ১১টি অধিশাখা ও ২৯টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৫৩।

আইন ও বিধি প্রণয়ন

সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক বিলুপ্ত হওয়ায় সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ হালনাগাদকরত: বাংলা ভাষায় নতুনভাবে আইন প্রণয়নের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ০৫টি অধ্যাদেশ হালনাগাদ করে বাংলা ভাষায় অনুবাদক্রমে যুগোপযোগী করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দু'টি আইন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982 রহিতক্রমে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯ নামে আইন হিসেবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

অপর দুটি অধ্যাদেশ The Marine Fisheries Ordinance, 1983 রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ করে ‘‘সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০’’ এবং The Fish And Fish Product (Inspection and Quality) Control Ordinance, 1983 রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ করে ‘‘মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০’’ মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। আশা করা যায় এ আইন দু'টি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হবে।

অন্যদিকে বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত The Cruelty to Animal Act, 1920 বাংলা ভাষায় হালনাগাদ আকারে ‘‘প্রাণিকল্যাণ আইন ২০১৯’’ নামে মহান জাতীয় সংসদে আইন আকারে পাশ হয়ে গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট ০৪ টি নীতিমালা যথা: ‘‘ভবদহ এলাকায় মৎস্যঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯’’, ‘‘নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৯’’, ‘‘জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯’’, ‘‘সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও বাঁওড়ে মৎস্যবীজ উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৯’’ এবং ১ টি নির্দেশিকা যথা: ‘‘জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯’’ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যাপক উদ্যোগ ও ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে এ সকল আইন ও নীতিমালা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এ সকল আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর অধীনে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রূপকল্প (Vision) এবং অভীষ্টলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ২৮টি কার্যক্রম এবং ০৩টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ১৯টি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৬.৭২, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯২.১০ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯২.৩৩ নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অষ্টম স্থান অর্জন করায় সম্মাননা সনদপত্র লাভ করেছে। রূপকল্প ২০২১, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে নিয়মিতভাবে কর্মসম্পাদনসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট “২০৩০ এজেন্ডা” গৃহীত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ এর যথাযথ ব্যবহার, অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো ছাড়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানই ছিল এ এজেন্ডার মূল লক্ষ্য।

পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকাশিত এসডিজি Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১১টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৬টি লক্ষ্যমাত্রায় Lead, ০৩টিতে Co-lead এবং ২৯টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। SDG-র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত একজন যুগ্ম-সচিবকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। অভীষ্ট-১৪ (পানির নিচের জীবন) এর সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হিসেবে মার্চ ২০২০ মাসে Voluntary National Review (VNR) এবং SDG implementation Review (SIR) প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কাঠামো (M&E Frame work) হালনাগাদ করার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম স্থাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ৯০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ইন্টারনেটের গতি ৯০ এমবিপিএস হতে ২৯০ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে। সার্ভার, রাউটার এবং ম্যানেজেবল সুইচের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ডাটাবেজ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ তথা পিডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল গমনসহ যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই সংরক্ষণ ও এর ব্যবহার করা যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মার্চ/২০১৮ হতে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ই-ফাইলিং

দ্রুততম সময়ে নথি অনুমোদন, নথি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং কাগজবিহীন দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু রয়েছে।

ওয়েব পোর্টাল

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ জাতীয় ওয়েবপোর্টালের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। জনগণের সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি, অফিস আদেশ, আইন, বিধি ও নীতিমালা এবং বিভিন্ন ফরমসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি স্ব-স্ব ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল https://mofl.gov.bd

ফেসবুক পেইজ

জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষে সোস্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। https://www.facebook.com/moflbd/ এই ঠিকানায় গিয়ে মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজে যুক্ত হওয়া যাবে।

অনলাইন জিআরএস (Grievance Redress System)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সেবার মান উন্নয়নে সেবা গ্রহীতার মতামত/পরামর্শ ও যে কোনো অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনলাইন জিআরএস সেবা চালু করেছে। যে কেউ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট-এ প্রবেশ করে এ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারে।

ভিডিও কনফারেন্সিং

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিডিও কনফারেন্সিং

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভিশন ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা' নামক একটি প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় শতভাগ পেপারলেস অফিসে রূপান্তরিত হবে। সেই সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল ই-সেবা জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে যাবে।

ই-সার্ভিস : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবাসমূহ (সিটিজেট চার্টার অনুসারে) ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ডিজিটাল সেবাসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অক্টোবর ২০১৯ সালে এটুআই এর সহযোগিতায় ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব স্থাপন করা হয়। এতে মোট ৮টি ডিজিটাল সিস্টেম চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে ৮টি ডিজিটাল সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম

উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের কর্মশালা

উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কে নিয়ে গত ০৭ ও ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২ দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যুগ্ম-সচিব (ব্লু-ইকোনমি) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার উক্ত কর্মশালা পরিচালনা করেন।

মেন্টরিং সংক্রান্ত ২ দিনের কর্মশালা

উদ্ভাবক কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের পথকে সুপ্রশস্ত করার নিমিত্ত একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সঠিক পরামর্শ প্রদান, নিবিড় তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, পাশে থেকে সমস্যা মোকাবেলা করা, মানসিক শক্তি যোগানোর সার্বিক সহযোগিতা প্রদানই মেন্টরিং। উদ্ভাবন বাস্তবায়নের জন্য মেন্টরিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মেন্টরিং সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ৩৮ জন মেন্টর নিয়ে ২ দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

গত ২২-২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ২ দিন ব্যাপী সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ০৪ টি গ্রুপে মোট ৪ টি সেবা সহজিকরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় সহজিকৃত সেবাগুলো পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সহজিকৃত সেবার নাম

১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর;
২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সভা/সেমিনার/কর্মশালায় কর্মকর্তা মনোনয়ন;
৩. মৃত কর্মচারির পরিবার বা আহত কর্মচারির কল্যাণ তহবিল হতে সাহায্য পাওয়ার আবেদন;
৪. সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে গচ্ছিত টাকা চূড়ান্ত উত্তোলন।

সহজিকৃত সেবার মধ্যে পাইলটিং সেবার তথ্য

ক. সেবার নাম : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সভা/সেমিনার/কর্মশালায় কর্মকর্তা মনোনয়ন।

খ. সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রতিদিনই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সভা/সেমিনার/কর্মশালায় প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক প্রেরণ করা হয়ে থাকে। দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/প্রতিনিধি/ফোকাল পয়েন্টকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সভা/সেমিনার/কর্মশালায় প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়নপূর্বক প্রেরণ করা প্রয়োজন। তাই এই সেবাটি সহজিকরণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

ডিজিটাল সেবা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালেও একটি সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ব্যবহারের জন্য "কনফারেন্স রুম বুকিং সিস্টেম" নামক একটি ডিজিটাল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উক্ত ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্মেলন কক্ষে আয়োজনের অনুমতি দেয়া যাবে। http://tiny.cc/add-booking লিংকে একটি ফর্ম পূরণের মাধ্যমে কনফারেন্স রুম বুকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

এছাড়া, উক্ত লিংকের মাধ্যমে বর্তমানে কনফারেন্স রুমের কোন বুকিং আছে কিনা (তারিখ, সময় ও অনুষ্ঠানের নামসহ) তা দেখার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে ই-সার্ভিস মেন্যুর "সম্মেলন কক্ষ বুকিং দিন" এবং "সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠানের সময়সূচী" সাব-মেন্যুতে ক্লিক করেও উল্লেখিত কার্যক্রম সম্পাদন করা যাচ্ছে।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের মধ্যে উদ্ভাবনী জ্ঞান আদান-প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবন সংক্রান্ত নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ০৩ টি নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয় যাতে ৬০ জন কর্মকর্তা বিশেষভাবে উপকৃত হন।

উদ্ভাবকদের প্রণোদনা প্রদান

উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ভাল উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক সনদপত্র প্রদান এবং উদ্ভাবক ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ০৫ জন উদ্ভাবককে প্রশংসাসূচক সনদ প্রদান করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি রিপোর্ট

- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ আর. ভি. মীন সন্ধানী'র মাধ্যমে সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ পর্যন্ত ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জরিপ রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019 শীর্ষক প্রতিবেদন গত ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রকাশ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে ১৩২ প্রজাতির সীউইড সনাক্ত করা হয়েছে এবং Seaweeds of Bangladesh Coast শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া, সীউইড চাষের কলাকৌশল, ব্যবহার ও বাণিজ্যিকিকরণের সম্ভাবনার বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। একই সাথে চাষী/উদ্যোক্তাকে কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর কলাপাড়াতে সীউইড চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের পটুয়াখালীস্থ কলাপাড়া উপকেন্দ্রে সীউইড প্রসেসিং ও active compounds পৃথকীকরণের জন্য ১টি আধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে।
- বিএফআরআই কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ওয়েস্টারের *Crassostrea Madrasensis* প্রজাতি নিয়ে চাষ বিষয়ক গবেষণা শুরু করা হয়েছে।
- ২৪ জুন ২০১৯ মাসে নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে মেরিন রিজার্ভ/ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (এমপিএ) ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমাসহ আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় পরিভ্রমণশীল মূল্যবান টুনা ও টুনাজাতীয় মাছ আহরণ এবং বাজারজাতকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ বিগত ২৪/০৪/২০১৮ তারিখে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ অর্জন করে এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার Port State Measures Agreement (PSMA) এ বিগত ২০/১২/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পার্টি (Party) হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।
- চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত মৎস্য ট্রলার বার্থিং এর জন্য টি-ডেড এবং ডকিং এর জন্য মাল্টি চ্যানেল স্পিওয়ে তৈরি করা হয়েছে।
- গবেষণার মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত ২০১৯ সালে শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজারের কলাতলীতে একটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ ও নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

- আহরণ পরবর্তী ক্ষতি (Post Harvest Loss) কমানোর জন্য উপকূলীয় পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ৪টি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে ।

একুশে পদক প্রাপ্তি

গবেষণার মাধ্যমে দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২০ সালে একুশে পদক অর্জন করে । গত ২০ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট থেকে প্রদক গহণ করেন । পদক প্রাপ্তির ফলে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গবেষণা কাজে আরো অনুপ্রাণিত হবেন । উল্লেখ্য, গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য ইনস্টিটিউট ইতোপূর্বে কেআইবি কৃষি পদক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার পদক সহ ১৫টি জাতীয় পুরস্কার/পদক/সম্মাননা লাভ করেছে ।

গবেষণা ক্ষেত্রে বিএফআরআই এর গৌরবজনক ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে ইনস্টিটিউটের পক্ষে মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ 'একুশে পদক ২০২০' গ্রহণ করছেন

কোভিড-১৯ মহামারি সময়ে অর্জন

- কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন প্রক্রিয়ায় ৫৭০০ কোটি টাকার মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হয়েছে । তাছাড়া উৎপাদিত এ সকল পণ্য পরিবহণসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা হয়েছে ।
- তাছাড়া এ সংকটের সময় মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ১ দিনের বেতন ও বৈশাখী ভাতার ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার চেক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে ।

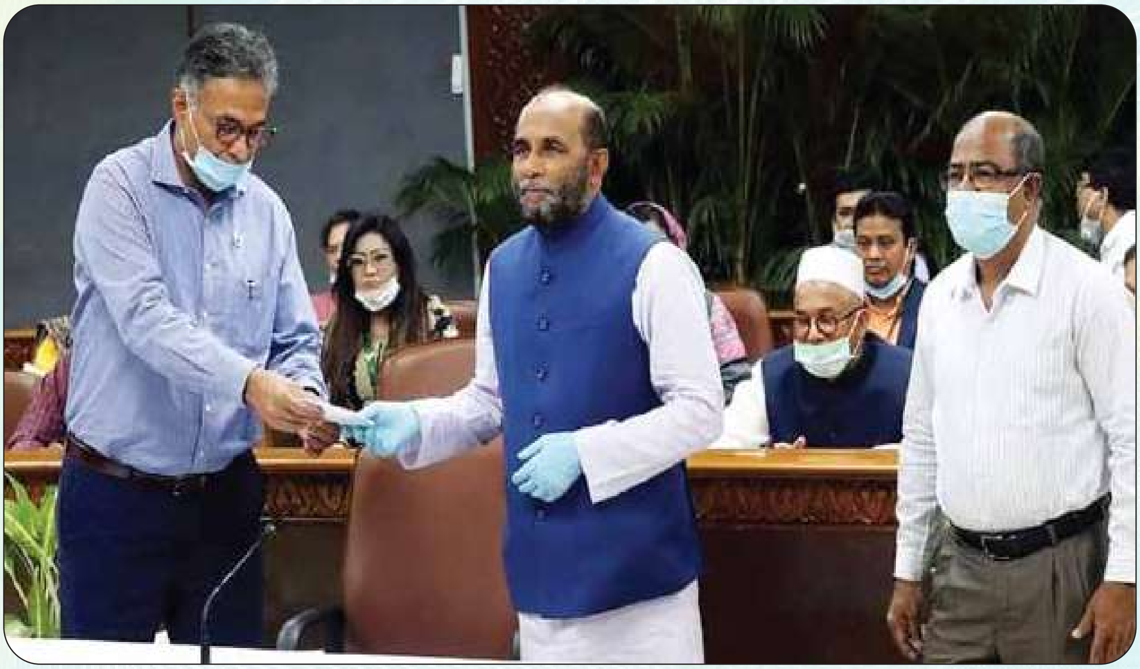

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিবের নিকট মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম ও সচিব জনাব রওনক মাহমুদ

- **প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন :** কোভিডকালীন সময়ে ২২টি উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠিত হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে মোট ২৫২ মেট্রিক টন মাছ বিক্রয় হয়েছে, যার মধ্যে ২৭.৩৬ মেট্রিক টন মাছ সম্প্রতি চালুকৃত অনলাইন ওয়েবসাইট/এপস (pofishmarket.com/FISH MARKET)-এর মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রেক্ষিতে মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ ও রপ্তানি অব্যাহত রাখার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ :

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০১৯-২০	২০১৯-২০
সচিবালয়		
মোট পরিচালন	২৪৩৬৭৪৯	৪৫৫২৬০৬
মোট উন্নয়ন	১৪৯০০০	২৮৮০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**২৫৮৫৭৪৯**	**৪৫৮১৪০৬**
মৎস্য অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৩০৯৬৫০০	৩০৪৫২৩৭
মোট উন্নয়ন	৫৪০১৮০০	৩৪৬৪৮০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৮৪৯৮৩০০**	**৬৫১০০৩৭**
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৬৬১০৮০০	৬৬০৪৬৩৪
মোট উন্নয়ন	৯৬০৯৭০০	৫৪৯০৬০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১৬২২০৫০০**	**১২০৯৫২৩৪**
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী		
মোট পরিচালন	৯০১০০	৮৯৮৭৫
মোট উন্নয়ন	০	০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৯০১০০**	**৮৯৮৭৫**
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর		
মোট পরিচালন	৩৫৩০০	৩৬৩৭৯
মোট উন্নয়ন	০	০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৩৫৩০০**	**৩৬৩৭৯**
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ		
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	৩৪৮১০০	৩৪৯২৫০
মোট উন্নয়ন	৩৩৮০০০	২৮৫৬০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬৮৬১০০**	**৬৩৪৮৫০**
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	৩৪৭৫০০	৩৪০৫৯৩
মোট উন্নয়ন	২৮১০০০	৫২২২০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬২৮৫০০**	**৮৬২৭৯৩**

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০১৯-২০	২০১৯-২০
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল		
মোট অনুন্নয়ন	৯৩০০	৯২০০
মোট উন্নয়ন	১১০০০০	৪২৫০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১১৯৩০০**	**৫১৭০০**
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন		
মোট পরিচালন	০	০
মোট উন্নয়ন	৪৫৯৫০০	৪৫০২০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৪৫৯৫০০**	**৪৫০২০০**
সর্বমোট পরিচালন	**১২৯৭৪৩৪৯**	**১৫০২৭৭৭৪**
সর্বমোট উন্নয়ন	**১৬৩৪৯০০০**	**১০২৮৪৭০০**
সর্বমোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**২৯৩২৩৩৪৯**	**২৫৩১২৪৭৪**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতে মোট ৪৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান ছিল। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১০২৮.৪৭ কোটি টাকা। জুন/২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৮৩২.৪০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৮১%। সংস্থাভিত্তিক প্রকল্পসমূহের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) অনুযায়ী প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ			জুন, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়			জিওবি অবমুক্তি
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১টি	১৮৩.০০	১৮৩.০০	০.০০	১৬৬.৩৪ ৯০.৯০%	১৬৬.৩৪	০.০০	১৮৩.০০
মৎস্য অধিদপ্তর	১০টি	৩৪৬৪৮.০০	২৬০৭১.০০	৮৫৭৭.০০	২৪৬৩৪.৬৮ ৭১.১০%	১৮৫৩৩.৪৯	৬১০১.১৯	২৬০৭১.০০
বিএফডিসি	০২টি	৪৫০২.০০	৪৫০২.০০	০.০০	২৬৭৯.৯৬ ৫৯.৫৩%	২৬৭৯.৯৬	০.০০	২৮৭৫.০০
বিএফআরআই	০৪টি	২৮৫৬.০০	২৮৫৬.০০	০.০০	২৭৭৬.৫০ ৯৭.২২%	২৭৭৬.৫০	০.০০	২৭৭৬.৫০
উপমোট মৎস্য উপখাত	**১৭টি**	**৪২১৮৯.০০ ০.০০**	**৩৩৬১২.০০ ০.০০**	**৮৫৭৭.০০ ০.০০**	**৩০২৫৭.৪৮ ৭১.৭২%**	**২৪১৫৬.২৯**	**৬১০১.১৯**	**৩১৯০৫.৫০**
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৯টি	৫৫০১১.০০	৩৫৫৪৯.০০	১৯৪৬২.০০	৪৮০৫৯.৪৭ ৮৭.৩৬%	৩১০৮১.৭০	১৬৯৭৭.৭৭	৩৫৫৪৯.০০
বিএলআরআই	০৬টি	৫২২২.০০	৫১২২.০০	১০০.০০	৪৭০০.৬১ ৯০.০২%	৪৬১০.৭১	৮৯.৯০	৪৮২২.০০
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	০১টি	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	২২২.৬৮ ৫২.৪০%	২২২.৬৮	০.০০	২৭৫.০০
উপমোট প্রাণিসম্পদ উপখাত	**২৬টি**	**৬০৬৫৮.০০**	**৪১০৯৬.০০**	**১৯৫৬২.০০**	**৫২৯৮২.৭৬ ৮৭.৩৫%**	**৩৫৯১৫.০৯**	**১৭০৬৭.৬৭**	**৪০৬৪৬.০০**
সর্বমোট:	**৪৩টি**	**১০২৮৪৭.০০**	**৭৪৭০৮.০০**	**২৮১৩৯.০০**	**৮৩২৪০.২৪ ৮০.৯৪%**	**৬০০৭১.৩৮**	**২৩১৬৮.৮৬**	**৭২৫৫১.৫০**

২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ৫টি প্রকল্প মোট ৩১৩.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

(কোটি টাকায়)

ক্র: নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	সংস্থা
১.	বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	৩৯.১৬	৩৮.৯২	মৎস্য অধিদপ্তর
২.	ব্রুড ব্যাংক স্থাপন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	৬২.২৬	৬২.০৭	মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ (ইকোফিশ)	১০৫.২২	৯০.২২	মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেস্ট (৩য় পর্যায়)	৪৪.১৩	৪৩.১১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫.	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৯.৭০	৭৯.৩৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
	মোট :	৩৩০.৪৭	৩১৩.৭১	

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক আয়োজিত Foreign Office Consultation (FOC), Joint Economic Commission (JEC), Investment Forum, Joint Commission সভাসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের বিষয়াদি উক্ত সভাসমূহে যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য ধারণাপত্রের প্রস্তাব, অগ্রগতি প্রতিবেদন, অবস্থানপত্র, আলোচ্যসূচি ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়। European Union এর দেশসমূহে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য EU কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী যথাযথ গ্রেড অর্জনকারী কোম্পানিকে EU approval list এ অন্তর্ভুক্তির জন্য DG-SANTE এর সম্মতি গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম Joint Working Group (JWG) পুনঃগঠন করা হয়। বাংলাদেশ-নেপাল অতিরিক্ত/যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের টেকনিক্যাল কমিটির চতুর্থ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া MoU বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব ওয়ালিদ আহমেদ শামসেলদিন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এর সংঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের হালনাগাদ তথ্যাদিসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক আন্তর্জাতিক সংস্থা World Fish এ কাজ করার জন্য বিদেশীগণের ভিসা সংস্থানের প্রস্তাব জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা WTO এর মাধ্যমে Trade Facilitation Agreement (TFA) এর শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি পরিবর্তনসহ প্রতিটি বন্দরে কোয়ারেন্টাইন ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের এবং C ক্যাটাগরির টার্গেটসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। রাশিয়াতে ২০১৯ সালে Global Seafood Expo অনুষ্ঠানে এ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে রাশিয়ার Deputy Minister এর আলোচনা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস মস্কো হতে প্রস্তাব পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে রাশিয়ার Deputy Minister এর কাছ হতেও পত্র পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে একসাথে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বাক্ষরে একটি ধন্যবাদ পত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাশিয়াতে প্রেরণ করা হয়। রাশিয়াতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আগ্রহী বাংলাদেশের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহ রাশিয়ার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তালিকাভুক্তির জন্য The Federal Service of Veterinary and Phytosanitary Surveillance of Russian Federal এর একটি পরিদর্শন (অডিট) পরিকল্পনা রয়েছে। সে বিষয়ে প্রাক-প্রস্তুতির তথ্যাদি প্রেরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি প্রতিবেদনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির বিষয়ে এসিআই এগ্রোলিংক লিমিটেড, সাতক্ষীরা নামক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাকে তালিকাভুক্তির জন্য DG-SANTE, European Commission বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণে এ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। Argentina Agroindustry Secretary Mr. Luis Etchevere এর সাথে এ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎকার আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বিষয়ে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের biosecurity risk নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার ওপর Department of Agriculture & Water Resources (DAWR) কর্তৃক সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি বিষয়ে মতামত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে 5th Senior Officials Meeting (SOM) গত ০৩-০৯-২০২০ তারিখে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক "Sanitary and Phytosanitary" বিষয়ক একটি MoU এর খসড়া নেপালের নিকট পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ-নেপালের Technical Committee on Trade এর ৪র্থ সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করে এবং দুটি খসড়া MoU নেপালে প্রেরণের অনুরোধ জানায়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে Sanitary and Phytosanitary Measure বিষয়ে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে Mutual Cooperation in the Field of Livestock বিষয়ে নেপালের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব পুনরায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তর ও এসিআই এর মধ্যে অ্যাকোয়াকালচার ও ফিসারিজ উন্নয়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। গত ০৮-০৮-২০১৯ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের "Bangladesh Trade portal (BTP) in coordination with all public and private sector agencies involved in the import/export processes" বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। SAARC Agricultural Centre (SAC) কর্তৃক প্রস্তাবিত SAARC Gene Bank প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে খসড়া MoU এর ওপর এ মন্ত্রণালয়ের মতামত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০০৩ অনুযায়ী সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের বিধান রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ৩১টি এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা ২৩১ জন।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/শিক্ষাসফর/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা-৫২৮ জন (মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাসহ)।
- সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সভা/কর্মশালা : দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সভা/কর্মশালার সংখ্যা ৩৮৬টি এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪০৪ জন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার সন্তোষজনক।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং আবশ্যিকভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও এ বছর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তদের ০১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থসহ সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

www.fisheries.gov.bd

ভূমিকা (Introduction)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং কার্যকর উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে মৎস্যখাত জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision)

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives)

- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যেমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;

- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Key Functions)

- মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন;
- মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ;
- মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা;
- মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহকে লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
- আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সনদ প্রদান;
- মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
- পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং
- লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)

১. রাজস্ব খাতে	২. উন্নয়ন প্রকল্পে
◆ ১ম শ্রেণির পদ ১৬৩৬টি	◆ ১ম শ্রেণির পদ ২১৬টি
◆ ২য় শ্রেণির পদ ৬৬৫টি	◆ ২য় শ্রেণির পদ ১৩০টি
◆ ৩য় শ্রেণির পদ ২১১২টি	◆ ৩য় শ্রেণির পদ ৮৯৩টি
◆ ৪র্থ শ্রেণির পদ ১৫৩৫টি	◆ ৪র্থ শ্রেণির পদ ৪৮টি
সর্বমোট : ৫৯৪৮টি	**সর্বমোট : ১২৮৭ টি**

৭. মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ শীর্ষক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, উন্নয়ন দর্শন রূপকল্প ২০২১, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- চাষকৃত মাছের উৎপাদন ২০১৭-১৮ সালের (২৪.০৫ লক্ষ মে.টন) তুলনায় ২১ শতাংশ এবং মোট মাছের উৎপাদন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- ইলিশের উৎপাদন ২০১৭-১৮ সালের (৫.১৭ লক্ষ মে.টন) তুলনায় ২০ শতাংশ এবং সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৫ গ্রাম নিশ্চিত করা;
- হিমায়িত চিংড়ি, মাছ ও ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি ১.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণ;
- মৎস্য অভয়াশ্রম এলাকায় সংকটাপন্ন মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্যচাষে ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধিকরণ; এবং
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ।

৮. মৎস্য সেক্টরে বিগত অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য

ক. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি

সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৮-১৯ সালে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৩.৮৪ লক্ষ মে.টন; যা ২০০৮-০৯ সালের মোট উৎপাদনের (২৭.০১ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৬২.৩১ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন। কাজেই ৩৬ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ছয় গুণ। বিগত ১২ বছরে মৎস্যখাতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্জন ৫.০১ শতাংশ।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে বঙ্গভবনের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান ধরে রেখে বিগত ১০ বছরে স্বাদু পানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান গত ছয় বছরের মতোই ধরে রেখেছে। পাশাপাশি বিশ্বে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১২তম স্থান অধিকার করেছে।

জাতীয় চিড়িয়াখানা লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ এ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছে। এসব অর্জন সরকার কর্তৃক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বাস্তবায়িত যথোপযুক্ত কার্যক্রমেরই ফলাফল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যথা-নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৮ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়-পুকুর, মৌসুমি চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের, পেন কালচার ও খাঁচায় মাছ চাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ২২ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি এবং সমুদ্র উপকূল ৭১০ কি.মি।

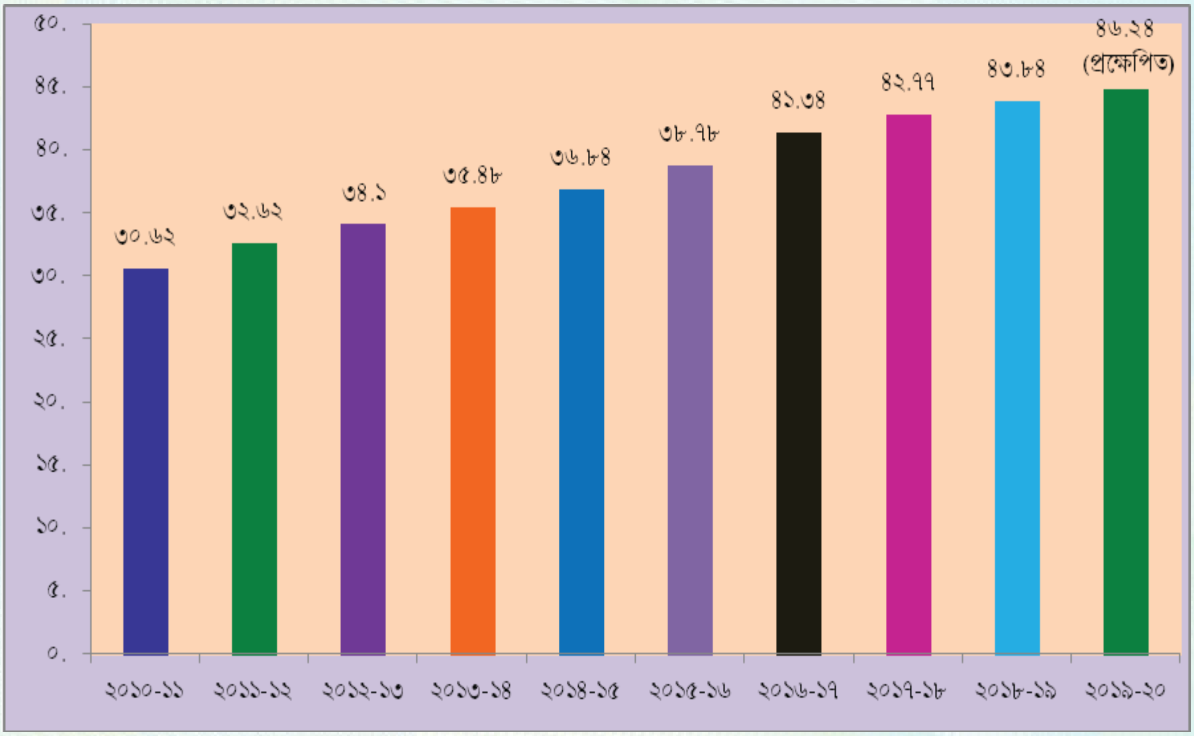

বিগত ১০ বছরে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন)

বিগত ৩৫ বছরের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬২.৫৯ শতাংশ হলেও ২০১৮-১৯ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮.১৯ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান সাড়ে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশে অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

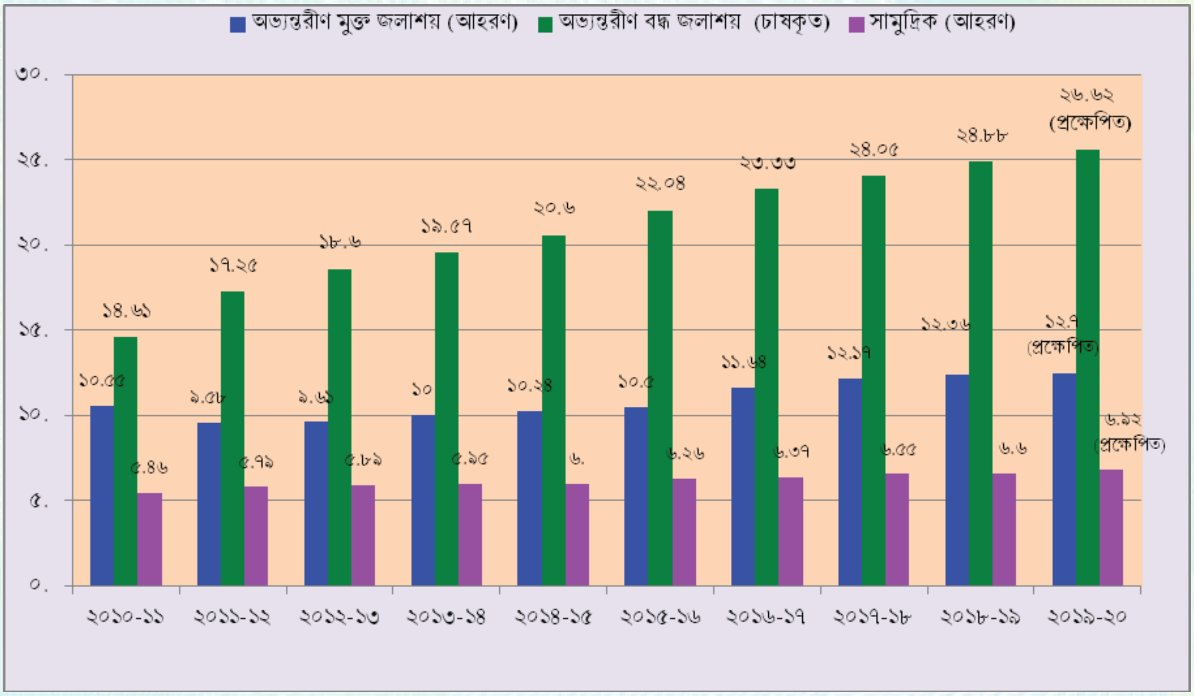

বিগত ১০ বছরে খাত-ওয়ারী মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন)

খ. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নিরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে দেশের ৩.৯৭ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিতে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় মৎস্য উৎপাদন ৪.৯৬ মে.টন। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫.০০ মে.টন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। বদ্ধ জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ব্রুডব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চীন হতে আমদানিকৃত সর্বোচ্চ জেনেটিক গুণসম্পন্ন (Genetically Improved) সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প ও গ্রাস কার্প মাছের পোনা দেশের ৯টি সরকারি হ্যাচারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব পোনা লালন-পালন করে পরবর্তীতে বেসরকারি হ্যাচারিতে সরবরাহ করা হবে। উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় জলজসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশের খরাপ্রবণ ও বরেন্দ্র এলাকার মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। রাজশাহী বিভাগে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাঁওড়সমৃদ্ধ যশোর এলাকার মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর যশোর এলাকায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁওড়সহ বিভিন্ন জলাশয়ের সংস্কার ও ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য এলাকায় ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে পার্বত্য এলাকার জনগণের মাছের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ অঞ্চলের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গ. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে চিংড়ি খামারের আয়তন ২৫৮ হাজার হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। চিংড়ি শিল্পে আরও গতিশীলতা আনতে সকল চিংড়ি খামার নিবন্ধিকরণ ও লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ, চাষি প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ, মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ, ল্যাবরেটরিসমূহের আধুনিকায়ন এবং চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্লাস্টার ভিত্তিক চাষ ও লাগসই প্রযুক্তি যেমন-ঘেরে পানির গভীরতা ন্যূনতম ১ মিটার বজায় রাখা; পিসিআর পরীক্ষীত নিরোগ পিএল লালন করা; ন্যূনতম ১৪ দিন পিএল নার্সিং করে ঘেরে জুভেনাইল মজুদ করা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে সংগঠিত চাষিরা এক বছরে প্রায় ৭০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬৫১টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ এলাকা

চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও গুণগতমানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে আরও একটি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই এসপিএফ (Specific Pathogen Free-SPF) বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে পিএল উৎপাদন প্রবর্তিত হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তায় ২০১৪ সাল থেকে দু'টি বেসরকারি হ্যাচারি এসপিএফ বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে পিএল উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এ বছর আরও একটি প্রতিষ্ঠানকে এসপিএফ বাগদা পিএল উৎপাদন কার্যক্রমের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ এর আওতায় পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৩,৩৬২.৫২ মে.টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে ৩৬৫.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় যার বাজারমূল্য ৩,০৮৮.৮৫ কোটি টাকা) অর্জিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০০৩৬.১৮ মে.টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে ৩৪৭.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় যার বাজারমূল্য ২৯৪৮.৯৪ কোটি টাকা) অর্জিত হয়েছে।

রপ্তানিযোগ্য বাগদা চিংড়ি

ঘ. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন

ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.১৫ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ; **বাংলাদেশ ইলিশ** শীর্ষক ভৌগলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ এখন থেকে বিশ্বে উপস্থাপিত হবে ইলিশের দেশ হিসেবে। বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ-এর ভৌগোলিক নিবন্ধনের ফলে পণ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণগত মানসম্পন্ন ইলিশ মার্কেটিং-এ দেশ-বিদেশে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে।

সরকার ইলিশসম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো:

১. জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান;

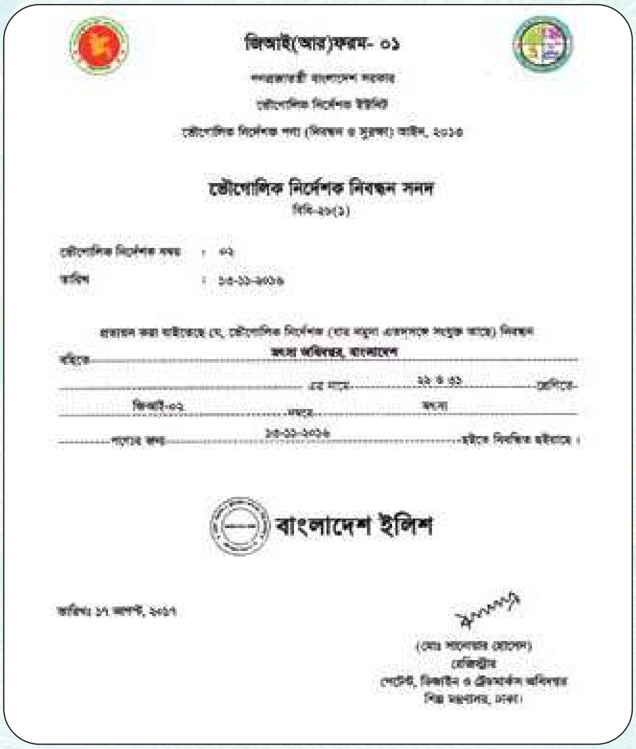

জিআই(আর)ফরম- ০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩

ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ

বিধি-২০(১)

ভৌগোলিক নির্দেশক নম্বর : ০২

তারিখ : ১৩-১১-২০১৬

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ভৌগোলিক নির্দেশক (যার নমুনা এতদসংগে সংযুক্ত আছে) নিবন্ধন

বাংলাদেশ ইলিশ

তারিখঃ ১৭ আগস্ট, ২০১৭

জিআই সনদ

২. জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র্য জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ;

৩. নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষে নৌ-র‍্যালী

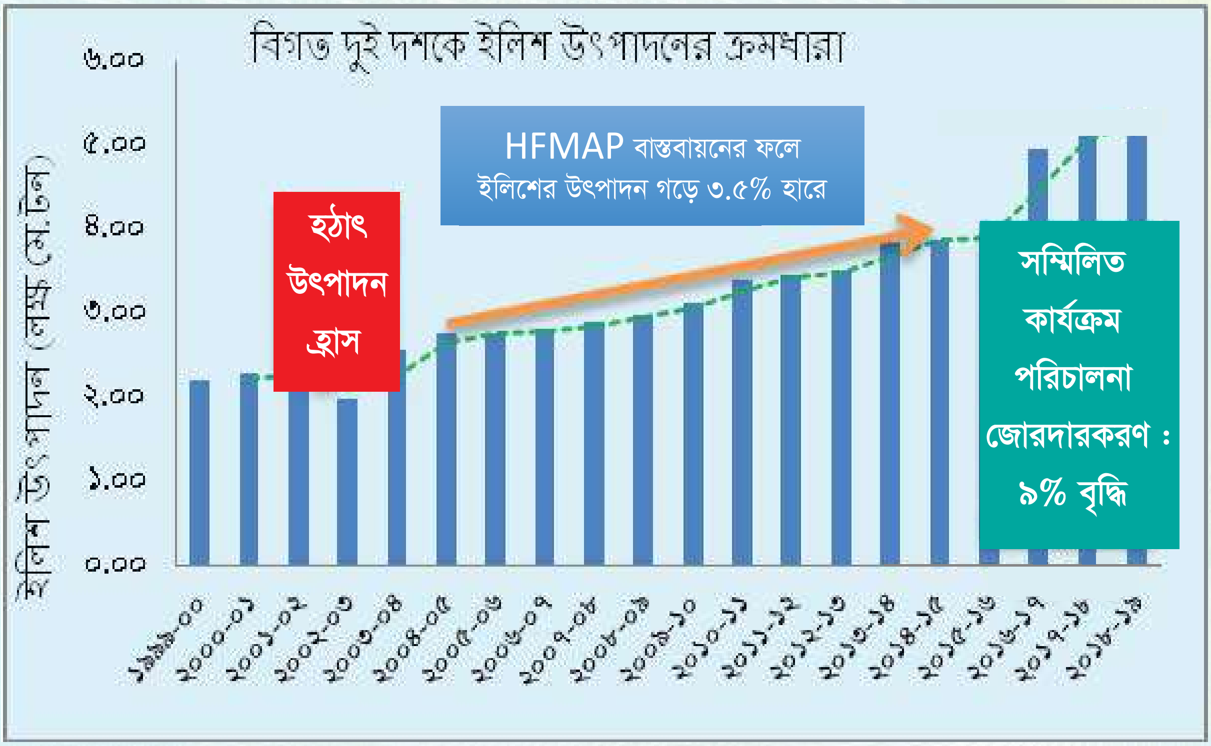

বিগত দুই দশকে ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা

৪. মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহণ ও মজুদ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন;

জাতীয় মাছ ইলিশ

৫. প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন;

৬. জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা।

★ দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫ সংশোধন করে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। দেশে বিদ্যমান ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রমের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সম্মিলিত অভিযান/কার্যক্রম পরিচালনাসহ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে; যা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের জন্য অনুকরণীয়।

★ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইলিশের উৎপাদন হয়েছে; যা ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের (২.৯৯ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৭৮.২৬ শতাংশ বেশি;

★ HFMAP বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত গড়ে ৩.৫% হারে বৃদ্ধি পায়। ২০১৫ সালের পরে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত ৩.৫% থেকে ৯.০% বৃদ্ধি পায়।

★ সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২০১৯-২০ অর্থবছরে চার মাসে ২০টি জেলার ৯৬টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩,০১,২৮৮টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৪৬,৭৭৮.০৮ মে. টন চালসহ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,৫৫১৮২.৬০ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান;

★ মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়েও ২০১৯ সালে ৩৫টি জেলাধীন ১৪৭টি উপজেলার ৪০৮৩২৯টি পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ৮১৬৬.৫৮ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান;

★ ২০২০ সালে ১৩টি জেলায় বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনায় ৩৮৭টি মোবাইল কোর্ট ও ১৫৫৪টি অভিযানের মাধ্যমে ২২৬৭টি ক্ষতিকর বেহুন্দী জাল, ৭১৬.১৮৪ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল, ২০৬৭টি অন্যান্য জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ১৭.০৮৯ মে.টন. জাটকা ও ২.৩৭৯ মে.টন. অন্যান্য মাছ জব্দ করা হয়।

★ জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয়-বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫৩,৩০৯ জন সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ করা হয়।

ঙ. বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

বিল নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে আহরণযোগ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং জলাশয় পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় রাজস্ব খাতের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪৪টি উপজেলায় ৩৮৮টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ২৭০.৮২ মে.টন (রাজস্ব-২১৮.৬৮ মে.টন + প্রকল্প-৫২.১৪ মে.টন) পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে।

বিল নার্সারিতে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ

চ. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিদ্যমান অভয়াশ্রমের সংখ্যা ৪২৬টি যার আয়তন ৮৪৮.৭৩ হেক্টর (৫৪৭.৬১ হে. হালদা নদী অভয়াশ্রমসহ) এবং ইলিশ অভয়াশ্রম ৬টি যার দৈর্ঘ্য ৪৩২ কি.মি.। ২০১৯-২০ আর্থিক সালে রাজস্ব খাতের আওতায় ৫৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৮২ টি মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত এবং ২০১৯-২০ আর্থিক সালে উন্নয়ন প্রকল্প হতে ৩৭টি (৩০.৫০ হেক্টর) অভয়াশ্রম স্থাপন ও ৪৭টি (৪০.৬০ হেক্টর) অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা-একঠোঁট, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, গোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলি, চাকা, গজার, বাইম, ইত্যাদির তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশী কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছ. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত দশ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩,৯০৪ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৮৯ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে।

এসব জলাশয় উন্নয়নের ফলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

উন্নয়নকৃত জলাশয়

জ. মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ

রুই-কাতলা জাতীয় মাছের একটি অনন্য প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর-বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীকে রক্ষায় সরকার নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অনন্য এ প্রজননক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সরকার জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

হালদা নদীতে রুইজাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ

হালদা নদীর অভয়াশ্রম রক্ষায় নিয়মিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নয় বছরে হালদা নদী থেকে মোট ৩,৭৫৭ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধমানের (Genetically Improved) রেণু উৎপাদিত হয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস (হালদা নদী) হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৫৭৭১.৪০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা থেকে ৩৯৮.২২ কেজি রেণু উৎপাদিত হয়েছে। হালদার তীরবর্তী অঞ্চলে ৬টি আধুনিক মৎস্য হ্যাচারি মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ডিম আহরণকারীরা এসব হ্যাচারি থেকে উন্নত পদ্ধতিতে ডিম পরিস্ফুটন করে অক্সিজেন সহযোগে দেশের দূর-দূরান্তে রেণু সরবরাহ করে থাকে। প্রকল্প চলাকালীন নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে হালাদা নদী হতে রুই জাতীয় মাছের রেণু আহরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ টেকসইকরণ এবং হালদা নদীর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝ. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন

মৎস্যখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যেই বেশ কিছু নীতি, আইন বিধিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১; সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯;

জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ অন্যতম। তাছাড়া The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, 2002 এর মাধ্যমে কারেন্ট জালের সংজ্ঞা এবং এর উৎপাদান, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার, পরিবহন ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি আইনত নিষিদ্ধ। মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইন দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ রক্ষার্থে সরকার কর্তৃক এসআরও নং-৯৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৭ মে ২০১৫ এর মাধ্যমে Marine Fisheries Ordinance, 1983 (Ordinance No.XXXV of 1983)- এর Section 55 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Marine Fisheries Rules, 1983-এর ১৮-এর পর নতুন Rule 19 সংযোজন করা হয়েছে। এ নতুন রুলের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ রয়েছে। উক্ত রুলের আওতায় ২০১৫ সাল হতে চলতি বছরেও বর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' একাদশ জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছে। "জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৯" চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত ও অক্ষম জেলেদের সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা-২০১৯' অনুমোদন হয়েছে এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় জেলেদের নিবন্ধিকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের হালনাগাদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঞ. ব্লু-ইকোনোমি এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাইলট কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং Indian Ocean Tuna Commisson (IOTC) এর সদস্যপদ অর্জন করেছে।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর.ভি.মীন সন্ধানী"

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০১৪ সালে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালে উক্ত পরিকল্পনা এসডিজি এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' একাদশ জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছে এবং "জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৯" চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ২৫টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সার্ভের মাধ্যমে মোট ৪৫৭ প্রজাতির মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় প্রাণি সনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৭৩ প্রজাতির মাছ, ২১ প্রজাতির হাঙ্গর ও রে, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ০৩ প্রজাতির লবস্টার, ২১ প্রজাতির কাঁকড়া, ০১ প্রজাতির স্কুইলা (মেন্টিস), ০৫ প্রজাতির স্কুইড, ০৪ প্রজাতির অক্টোপাস এবং ০৫ প্রজাতির কাটল ফিশ পাওয়া গেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং Institute of Marine Research (IMR) কর্তৃক পরিচালিত EAF_Nansen Program এর আওতায় অত্যাধুনিক জরিপ ও গবেষণা জাহাজ R.V. Dr. Fridtjof Nansen এর মাধ্যমে ০২/০৮/২০১৮ খ্রি. হতে ১৭/০৮/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৫ দিন বঙ্গোপসাগরে Acoustic সার্ভে পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর.ভি.ড. ফ্রিডজফ নানসেন"

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একটি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট পরিচালিত হচ্ছে এবং "সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প"-এর আওতায় আরও ১৬টি সামুদ্রিক সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণ করা হবে। ২০০০ সালে ৬৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা মেরিন রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া ইকোফিশ প্রকল্পের সহায়তায় হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ৩১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা MPA (Marine Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কক্সবাজারের কলাতলীতে কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে এবং সফলভাবে ক্র্যাবলেট উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা, টেকনাফ, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ০.৮ হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় সি-উইড ও ওয়েস্টার কালচার পাইলটিং করা হচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে।

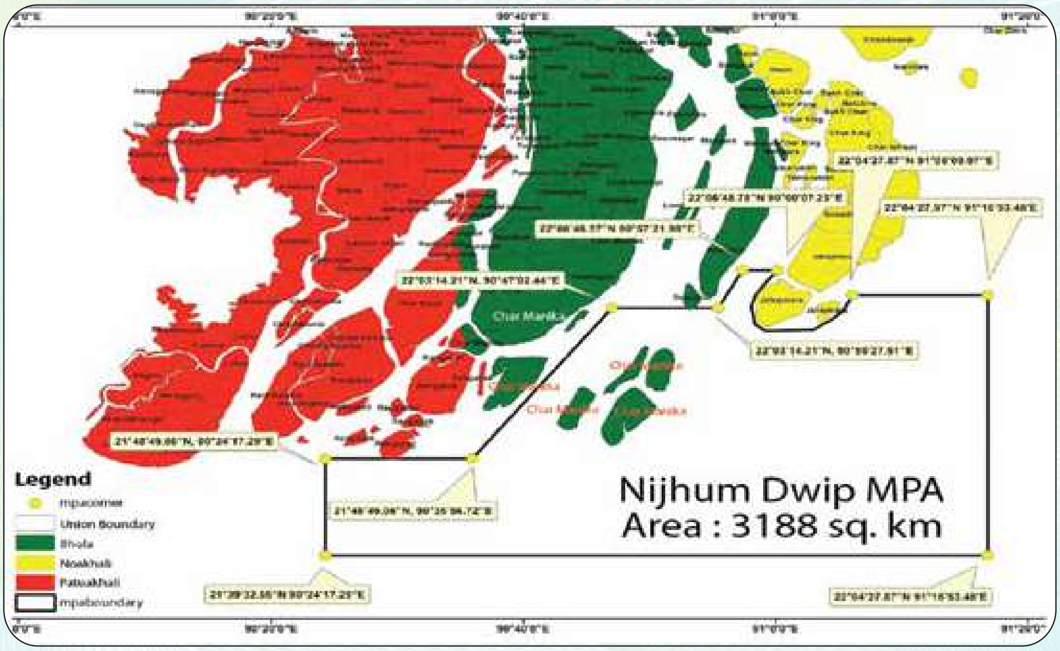

নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা

ট. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। বাংলাদেশ হতে প্রধানত গলদা, বাগদা, হরিণাসহ বিভিন্ন জাতের চিংড়ি; স্বাদুপানির মাছ যেমন: রুই, কাতলা, মৃগেল, আইর, টেংরা, বোয়াল, পাবদা, কৈ প্রভৃতি এবং সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ভেটকী, দাতিনা, রূপচাদা, কাটল ফিস, কাঁকড়া ইত্যাদি রপ্তানি হয়ে থাকে। এছাড়াও শুঁটকি মাছ, হাঙরের পাখনা, মাছের আঁইশ এবং চিংড়ির খোলসও রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি

বর্তমানে কাঁকড়া ও কুচিয়া প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের প্রায় ৭০% ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টস। বাংলাদেশ হতে সাধারণত আইকিউএফ, কুকড, ফিস ফিলেট, ইত্যাদি ভ্যালু অ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫০ টিরও অধিক দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের প্রধান বাজার। বর্তমানে মোট ১০৫টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা লাইসেন্সভূক্ত হয়েছে এর মধ্যে ৭৩টি EU ভুক্ত দেশসমূহে মৎস্য রপ্তানি করে। পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার ফিলেট উৎপাদন ও রপ্তানির নিমিত্ত ইতোমধ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে মেসার্স ভার্গো ফিস এন্ড এগ্রো প্রসেস লি. ও মেসার্স সেভেন ওশানস ফিস প্রসে-সিং লি. এবং গাজীপুরে মেসার্স আর্থ এগ্রো ফার্মস লি. নামীয় তিনটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার পরিচালিত হচ্ছে এবং পরীক্ষাগার তিনটি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রিডিটেশন সনদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭০,৯৪৫.৩৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩৯৮৫.১৫ কোটি টাকার (৪৬৯.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম

মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছচাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনা কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত 'Fish and Fishery Products Official Controls Protocol' প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হচ্ছে। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন মন্ত্রিসভা কর্তৃক গত ০৬/০৪/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

৮. কভিডকালীন মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন

- **মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে মাছ বিক্রয় :** ২৫ এপ্রিল হতে ১৫ আগস্ট, ২০২০খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে মাছ বিক্রয় ৩৭০৯৯.৩৫ মে.টন এবং মোট বাজারমূল্য ৭০৩.১৫ কোটি টাকা প্রায় ।

করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে ভ্রাম্যমান নিরাপদ মাছ বিক্রয়

- **করোনা সংক্রমণজনিত অবস্থায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ :** করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে অনলাইনে মৎস্যচাষিদের বাজারজাতকরণ সমস্যা দূরীকরণে ২৫ এপ্রিল হতে ০৬ আগস্ট, ২০২০খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট ৭৮ হাজার ৪৮৬ কেজি মাছ বাজারজাত করা হয় যার বাজার মূল্য ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৭৪ টাকা ।
- **মৎস্যচাষিদের মাছ বাজারজাতকরণ গতিশীল করতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণ সামগ্রীর সাথে মাছ বিতরণ :** ০৬ আগস্ট, ২০২০খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৩৬ কেজি মাছ ৪ হাজার ৩৭২ জন দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণ সামগ্রীর সাথে বিতরণ করা হয় ।

৯. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন

নির্বাচনী ইশতেহারে মৎস্যখাত সংশ্লিষ্ট বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ

ক. আদর্শ মৎস্য গ্রাম প্রতিষ্ঠা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের বিশেষ কর্মসূচি "আমার গ্রাম আমার শহর' বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের দুটি গ্রামকে "ফিশার ভিলেজ"/"মৎস্য গ্রাম" হিসেবে গড়ে তুলে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

- "ফিশার ভিলেজ"/"মৎস্য গ্রাম" বাস্তবায়নে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার ইউনিয়নের হালইসার গ্রাম এবং নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া গ্রামকে আদর্শ মৎস্য গ্রাম হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ২টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে;

- আদর্শ গ্রাম স্থাপনের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, কৃষি নির্ভর শিল্প, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষির বহুমুখীকরণ ও বাজার ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়ন হবে;
- সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১০০টি মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

খ. মৎস্য সেক্টর ও নারীর ক্ষমতায়ন :

- উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র্য ও নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থ নারী, যাঁদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছচাষ করার জন্য অনুরূপ কোন উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, তাঁদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।
- উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ২৫-৩০ শতাংশ সুফলভোগী নারীদের মাঝ থেকে নির্বাচন করা হচ্ছে। বর্তমানে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মীদের প্রায় ৮০ ভাগই নারী। বসত বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে মাছচাষে নারীর সম্পৃক্ততার ফলে পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহণ

জলাশয় উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

- বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যখাত বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও বিপন্ন। জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার;
- নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশিরভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে-এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে।
- এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

1. Community Based Climate Resilient Aquaculture Development Project in Bangladesh (FAO grant, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে)
2. Climate Smart Agriculture and Water Management Project (CSAWMP) (বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে, অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)

১০. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় এনে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জন শতকরা ৯৪.০০ ভাগ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এর বিপরীতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৭টি, সামুদ্রিক মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ৫টি কার্যক্রমসহ মোট ২৮টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

মৎস্য অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এর অডিট শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উপজেলা ও জেলা দপ্তর থেকে ব্রডশিট জবাব সংগ্রহপূর্বক বাছাইকৃত নিষ্পত্তিযোগ্য ব্রডশিট জবাব মহাপরিচালক মহোদয়ের মন্তব্যের জন্য উপস্থাপন করা হয়। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের পেনশনারদের ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করে থাকে। ১ জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩৫১৯টি, মোট টাকার পরিমাণ ২১২.৬৯ কোটি টাকা এবং ব্রডশিটে প্রেরিত জবাবের সংখ্যা ১২১টি। ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত অডিট নিষ্পত্তির সংখ্যা ১৭৩টি।

১২. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

একটি সংস্থাকে জনমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে উন্নত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে।

মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব রওনক মাহমুদ

মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় ৪ লক্ষাধিক মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি ও এনজিও কর্মীকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৬৮৯৯৮ জন (রাজস্ব-৩৭৭৭৭ জন + প্রকল্প-১৩১২২১ জন) মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি ও এনজিও কর্মীকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন তৃণমূল পর্যায়ের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় একটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ ইনস্টিটিউট থেকে ৭ ব্যাচে ১৮৩ জন মৎস্য বিষয়ে ডিপোমা অর্জন করেছে। একই উদ্দেশ্যে নবনির্মিত গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট-এ দুই ব্যাচে যথাক্রমে ৭৩ জন, ৫৯ জন এবং ৮৩ জন অধ্যায়নরত রয়েছে।

১৩. ইনোভেশন কার্যক্রম

ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ;
- All Cadre PMIS চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;
- পারর্সোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DoF) চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;
- ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ;
- বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের ৫টি শাখা ই-ফাইলিং সিস্টেমের আওতায় এসেছে;

- ★ ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;
- ★ প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং অর্থ বরাদ্দে কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রচলন এবং
- ★ ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

- ★ আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের ডায়নামিক ওয়েব পোর্টাল (www.fisheries.gov.bd) কার্যকর রয়েছে ।
- ★ মৎস্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য অনলাইন ডেটাবেইজ ভিত্তিক PDS বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।
- ★ মৎস্য অধিদপ্তর "ই-প্রশিক্ষণ" ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত সকল প্রশিক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে;
- ★ মৎস্য অধিদপ্তরের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে অনলাইনে চাকুরির আবেদন, এডমিট কার্ড ডাউনলোড এবং ফলাফল দেখার জন্য "ই-রিক্রুটমেন্ট" চালু করা হয়েছে;
- ★ মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে LAN এবং WiFi এর মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;
- ★ মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ই-মেইল ক্লায়েন্ট এবং নিজস্ব ডোমেইনের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে যা DoF Webmail নামে পরিচিত । এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আদান-প্রদানকৃত তথ্য নিরাপদ থাকছে;
- ★ মাঠ পর্যায়ের প্রতি দপ্তরের নামে ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংবাদ নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে ।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ অর্জিত হয়েছে । ১০৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৯৬% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ।

১৬. অভিযোগ/ অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ ভবনের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে । অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে ।

১৭. উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' এ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য উৎপাদন ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব। এর ফলে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্মৃতিশক্তি বিকাশিত মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য খাত হলো প্রাণিসম্পদ খাত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৩% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.০৪%। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.৪৩%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives)

- গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজ পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদিপশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- গবাদিপশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
- গবাদিপশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- গবাদিপশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- গবাদিপশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবল ১০০১৭ জন । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪ টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পাশাপাশি ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে । তাছাড়া, ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ২১টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে ৪৪৬৪টি । মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১টি অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে । আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন বিষয়ে খামারীদের অবহিত করার জন্য রয়েছে ৫০টি হাঁস-মুরগির খামার, দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার ০৭টি, মহিষের খামার ০১টি, শুকরের খামার ০১টি, ছাগল উন্নয়ন খামার ০৭টি এবং ০৩টি ভেড়ার খামার । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসরণ করে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কার্যক্রম ভূমিকা পালন করবে ।

৭. ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনা

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ বর্ণিত হলো :

৭.১. দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

ক. দুধ উৎপাদন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদি-পশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং স্কুল ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ।

প্রতিবছর ১ জুন "দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশকে দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে (৪২৮০ কোটি টাকা) "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পশু বীমা চালুকরণ এবং দুধের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ১০৬.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৭৫.৬৩ মিলি/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে।

খ. মাংস উৎপাদন

বর্তমানে বাংলাদেশ গবাদিপশু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৭৬.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১২৬.২০ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহি, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০২০ সালের ঈদ-উল-আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে, শতভাগ দেশি গরুতে বদলে গেছে গবাদিপশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, ব্রাহমা জাতের মাংস উৎপাদনক্ষম গরুর সংযোজন ও সম্প্রসারণ এবং ব্যাপকহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

গ. ডিম উৎপাদন

২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ১৭৩৬ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১০৪.২৩ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গত ১১ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে "সুস্থ মেধাবী জাতি চাই, প্রতিদিনই ডিম খাই" প্রতিপাদ্যকে নিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯৯৬ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে। সরকারি হাঁস-মুরগির খামারে দেশের আবহাওয়া উপযোগী হাঁস-মুরগির বিশুদ্ধ জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকল্পে সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

	অর্থবছর				
প্রাণিজাত পণ্য	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
দুধ (লক্ষ মেট্রিক টন)	৭২.৭৫	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৯৯.২৩	১০৬.৮০
মাংস (লক্ষ মেট্রিক টন)	৬১.৫২	৭১.৫৪	৭২.৬০	৭৫.১৪	৭৬.৭৪
ডিম (কোটি)	১১৯১.২৪	১৪৯৩.৩১	১৫৫২.০০	১৭১১.০০	১৭৩৬

প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

	অর্থবছর				
প্রাণিজাত পণ্য	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**
দুধ (মিলি/জন/দিন)	১২৫.৫৯	১৫৭.৯৭	১৫৮.১৯	১৬৫.০৭	১৭৫.৬৩
মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১০৬.২১	১২১.৭৪	১২২.১০	১২৪.৯৯	১২৬.২০
ডিম (টি/জন/বছর)	৭৫.০৬	৯২.৭৫	৯৫.২৭	১০৩.৮৯	১০৪.২৩

"সুস্থ মেধাবী জাতি চাই, প্রতিদিনই ডিম খাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত বিশ্ব ডিম দিবস ২০১৯ এর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

৭.২ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন

- দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৪৪৬৪টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদিত সিমেন এর পরিমাণ ছিল ৪৬.৭৪ লক্ষ মাত্রা, পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৪৪.৪১ লক্ষ।
- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৮টি। গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭২টি কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
- দেশী গাভীর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভী থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪.৭৮ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র সাভার, ঢাকায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কার্যক্রম	অর্থবছর				
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৪১.৫১	৪১.৮২	৪২.৮৯	৪৪.৫১	৪৬.৭৪
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	৩৪.৫৪	৩৬.৬৮	৩৮.৪৫	৪১.২৮	৪৪.৪১
সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	১১.৮৫	১২.৩৬	১২.২৬	১৩.১২	১৪.৭৮

৭.৩ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

- **চিকিৎসা কার্যক্রম :** গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সারাদেশে প্রায় ৯.০৩ কোটি হাঁস-মুরগি, প্রায় ১.০৩ কোটি গবাদিপশু এবং ৬৮২২০টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ :** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এল আর আই) ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ২৭.৭৫ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করেছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা, জেলা দপ্তরের মাধ্যমে ২৬.৮০ কোটি ডোজ টিকা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রজাতিভেদে বিগত ৫ বছরে পশুপাখির সংখ্যা :

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি (মিলিয়ন)	অর্থবছর				
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
গরু	২৩.৭৯	২৩.৯৪	২৪.০৯	২৪.২৪	২৪.৪০
মহিষ	১.৪৭	১.৪৮	১.৪৯	১.৫০	১.৫১
ছাগল	২৫.৭৭	২৫.৯৩	২৬.১০০৯	২৬.২৭	২৬.৪৪
ভেড়া	৩.৩৪	৩.৪০	৩.৪৭	৩.৫৪	৩.৬১
মোট গবাদিপশু	৫৪.৩৬	৫৪.৭৫	৫৫.১৪	৫৫.৫৩	৫৫.৯৩
মোরগ-মুরগি	২৬৮.৩৯	২৭৫.১৮	২৮২.১৫	২৮৯.২৮	২৯৬.৬০
হাঁস	৫২.২৪	৫৪.০২	৫৫.৮৫	৫৭.৭৫	৫৯.৭২
মোট হাঁস-মুরগি	৩২০.৬৩	৩২৯.২০	৩৩৮.০০	৩৪৭.০৪	৩৫৬.৩২

টিকা উৎপাদন, টিকা প্রদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন) :

কর্মকান্ড	অর্থবছর				
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১২.৩১	১৬.১৯	১৫.৯৪	১৮.৭৬	২২.০৫
হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	২২৪.০৮	২৩৭.৫৪	২৩০.৩২	২৫৬.১০	২৫৫.৪৩
গবাদিপশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৩.৭৪	১৭.৮৬	১৫.৭৮	১৬.৫৩	১৮.৪৯
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	২২৭.৯৪	২২৯.৪৫	২৪৩.৩৯	২৪১.৪৮	২৪৯.৪৪
গবাদিপশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	১০.৭৬	২০.৭৮	১৯.২০	১১.৯৫	১০.৩০
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	৮০.১৭৪	১১৮.৯৫	১১৩.৯০	৯১.৫৯	৯০.৩০

- **জুনোটিক এবং ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণ :** বিশ্বের বহুদেশে পশুপাখি থেকে বিভিন্ন ধরণের রোগ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষের মাঝে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা করেছে। অধিকন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমান বন্দরসমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৪ করোনাকালীন এবং ঈদ-উল-আযহা/২০২০ সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

করোনা মহামারী সময়কালে প্রাণিসম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে দুধ, মাংস এবং ডিমের উৎপাদন সচল রাখা হয়। উক্ত প্রাণিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থার মনিটরিং এর মাধ্যমে বিগত ২৫/০৪/২০২০ হতে ২৪/০৮/২০২০ পর্যন্ত খামারীদের উৎপাদিত প্রাণিজাত পণ্যের ভ্রাম্যমান বিক্রয়ের পরিমাণ ৪৬৭৩.৯৩ কোটি টাকা।

করোনা মহামারী সময়কালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর কর্মকর্তাদের সংঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

গবাদি-পশুর জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম যেমন গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম, চিকিৎসা প্রদান কার্যক্রম এবং খামার স্থাপনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরামর্শ প্রদান চলমান ছিল। তাছাড়া, করোনা মহামারী সময়কালে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০২০ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভেটেরিনারি টিম কর্তৃক কোরবানির হাটে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও দেশীয় গবাদিপশু দ্বারা কোরবানির চাহিদাপূরণ হয়েছে। সারাদেশে কোরবানির জন্য জবাইযোগ্য গবাদিপশু ছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫০০।

করোনাকালীন দূর্যোগের সময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম বিক্রয় কার্যক্রম

৭.৫ সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামার সমূহে ৩৭.৮৩ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা, গরুর ৫৮৭টি বাছুর, ১৫৩৪ টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৫১টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫৯০টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, হাঁস-মুরগির খামারগুলোতে ৫.৫১ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ডেইরি খামার হতে ১২.৩২ লক্ষ লিটার দুধ এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ৮৮.৬৪ লক্ষ ডিম উৎপাদন করা হয়।

- অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারের মধ্যে ১৫টি মুরগির খামার থেকে ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাঁকী ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার ময়মনসিংহে হাঁস পালনের খন্ডচিত্র

- অধিদপ্তরাধীন ০৭টি ডেইরি, ০১টি মহিষ, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার ও ০৩টি ভেড়ার প্রদর্শনী খামার রয়েছে। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়।

৭.৬ প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশুখাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিশ্লেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ২৭০৮ টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ৭৯৯৫টি। পশু খাদ্যের উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যের ফিড এডিটিভস এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিগত মান নিশ্চিতকরণ কল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনের কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে।

সাভারে নবনির্মিত প্রাণিসম্পদ উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। এ সময় তাঁর সংগে উপস্থিত ছিলেন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মো: এনামুর রহমান এবং মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: জাহিদ আহসান রাসেল

৭.৭ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৮০.৬০ কোটি (৮৭.৩৬%) টাকা ব্যয়ে ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল প্রদর্শনী/মেলা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালী

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬ টি উন্নয়ন প্রকল্প পাইপলাইনে আছে। এ সকল বাস্তবায়িত হলে প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, প্রাণিজাত পণ্যের value addition সৃষ্টি এবং পশু বীমা চালু করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশ প্রাণিজ আমিষ রপ্তানির শীর্ষ দেশে অবতীর্ণ হবে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২৮ জুলাই, ২০২০ খ্রি. তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালকের দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর ২০২০-২১ অর্থবছরের APA চুক্তি স্বাক্ষর

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) মূল্যায়ন প্রতিবেদন :

কৌশলগত	উদ্দেশ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)	অর্জন	অর্জনের হার (%)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:							
১.গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	২৩	১.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে সিমেন উৎপাদন	উৎপাদিত সিমেন	মাত্রা (লক্ষ)	৪৩.০০	৪৬.৭৪	১০৮.৭০
		১.২ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ	প্রজননের সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩৮.৫০	৪৪.৪১	১১৫.৩৫
		১.৩ ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রজনন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন	প্রজননকৃত ছাগী	সংখ্যা	২৮৫০	৩১৬৬	১১১.০৯
		১.৪ সরকারি খামারে গাভীর বাছুর উৎপাদন	উৎপাদিত বাছুর	সংখ্যা	৬৫০	৬৩৮	৯৮.১৫
		১.৫ সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুরের তথ্য সংগ্রহ	তথ্য সংগৃহীত বাছুর	সংখ্যা (লক্ষ)	১৩.০০	১৪.৭৮	১১৩.৬৯
		১.৬ সরকারি খামারে ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা	১৫০০	১৫৩৪	১০২.২৭
		১.৭ সরকারি খামারে একদিনের হাঁস মুরগির বাচ্চা উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা (লক্ষ)	৪০.০০	৩৭.৮২	৯৪.৫৫
		১.৮ পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	৩০০০	২৭০৮	৯০.২৭
২.গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	২১	২.১ টিকা উৎপাদন	উৎপাদিত টিকা	মাত্রা (কোটি)	২৮.৫০	২৭.৭৫	৯৭.৩৬
		২.২ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ	টিকা প্রয়োগকৃত পশু পাখির সংখ্যা	সংখ্যা (কোটি)	২৬.০০	২৬.৮০	১০৩.০৮
		২.৩ রোগ নির্ণয়	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	৭৫০০০	৯২৩০৮	১২৩.০৮
		২.৪ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পশু	সংখ্যা (কোটি)	১.০০	১.০৩	১০৩.০০
		২.৫ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত হাঁস-মুরগি	সংখ্যা (কোটি)	৮.৫০	৯.০৩	১০৬.২৪
		২.৬ পোষাপ্রাণির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পোষাপ্রাণি	সংখ্যা	৩০০০০	৬৮২২০	২২৭.৪০
		২.৭ গবাদিপশু- পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ	প্রেরিত নমুনা	সংখ্যা	৪৫০০০	৪৫৫২৮	১০১.১৭
		২.৮ গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিল্যান্স	সার্ভিল্যান্সকৃত গবাদিপশু-পাখির সংখ্যা	সংখ্যা	৭৫০০	১০১০৫	১৩৪.৭৩
		২.৯ ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন	স্থাপনকৃত ভেটেরিনারি ক্যাম্প	সংখ্যা	২০০০	৩৬৬৪	১৮৩.২০
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১৫	৩.১ খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারী	জন (লক্ষ)	২.০০	২.২১	১১০.৫০
		৩.২ মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী	জন	১০০০০	১৭৭২০	১৭৭.২০

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) মূল্যায়ন প্রতিবেদন :

কৌশলগত	উদ্দেশ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)	অর্জন	অর্জনের হার (%)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:							
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১৫	৩.৩ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উঠান বৈঠকের আয়োজন	আয়োজিত উঠান বৈঠক	সংখ্যা	২৫০০০	২৬৪৯৩	১০৫.৯৭
			উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী	জন	২.৫০	৩.৬৯	১৪৭.৬০
		৩.৪ স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	স্থায়ী ঘাস চাষকৃত জমি	একর	৫০০০	৬৬৫০.৮৭	১৩৩.০২
৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা	১২	৪.১ খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন	পরিদর্শনকৃত খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি	সংখ্যা	৫০০০০	৫৮৬০২	১১৭.২০
		৪.২ পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিষ্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	৬০০	১৩৮৬	২৩১.০০
		৪.৩ গবাদিপশুর খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিষ্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	৯০০	২৯০৬	৩২২.৮৯
		৪.৪ ফিডমিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিষ্ট্রিকৃত ফিডমিল এবং প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২০০	১৯৪	৯৭.০০
		৪.৫ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা	পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	৪০০	৩৩০	৮২.৫০
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	৪	৫.১ প্রজনন পাঁঠা বিতরণ	বিতরণকৃত পাঁঠা	সংখ্যা	৫৫০	৭৭২	১৪০.৩৬
		৫.২ কেনডিডেট বুল তৈরি	তৈরিকৃত বুল	সংখ্যা	৪৫	৭২	১৬০.০০

৯. সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ২০১৮-তে প্রাণিসম্পদ খাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে :

- ২০২৩ সালের মধ্যে হাঁস-মুরগির উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিকা প্রদান এবং খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- প্রাণি খাদ্য, গবাদিপশুর ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস এবং সহজপ্রাপ্য করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। খামারীদের উৎপাদিত প্রাণিজাত পণ্যের সঠিক দাম পাওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;
- ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজন মতো ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি-সহায়তা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;
- সর্বোপরি, "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে গবাদিপশু-পাখির বর্জ্য/গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সহজলভ্য জ্বালানী এবং জৈব সার সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা জোরদার করা হয়েছে।

১০. মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম

মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হলো:-

- শিশু কিশোরদের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় অবস্থিত প্রাণি যাদুঘরে প্রবেশ উন্মুক্তকরণ;
- প্রতি জেলায় একটি করে গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ স্থাপন;
- ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন;
- মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান জোরদারকরণ;
- উন্নত জাতের বাছুরের প্রজেনী শো প্রদর্শন;
- ফারমার্স ফিল্ড স্কুল কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- মোবাইল এস.এম.এস কার্যক্রমের মাধ্যমে অনলাইন চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- স্কুল মিল্ক ফিডিং এবং ডিম খাওয়ানো কর্মসূচি; এবং
- প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম।

১১. SDG অর্জনের অগ্রগতি

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সংযুক্ত। এসডিজি অভীষ্ট-১ এবং ২ অর্জনকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে প্রাণিসম্পদ সেক্টর ঘনিষ্টভাবে জড়িত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

১২. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১০৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৯৩টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ ২০.৩২ কোটি টাকা।

১৩. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২৮ টি কর্মসূচীর মাধ্যমে ৩৩৫১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক ২২৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক চিত্র পরিবর্তন হচ্ছে।

১৩.১ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দরিদ্র্য জনগোষ্ঠির ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২.২১ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সরকারী ছাগল উন্নয়ন খামার, বরিশালের উপকরণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৬৪৯৩টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারী ৩.৬৯ লক্ষ জন। দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ :

- স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল;
- উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন;

- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ/কবুতর পালন প্রযুক্তি।

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ উপকরণ বিতরণ

১৩.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ৭টি ব্যাচে মোট ৪২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। পরবর্তী ব্যাচের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া, সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এস্টাবলিসমেন্ট অব ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি' প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে গাইবান্ধায় ILST-তে ৫১ জন এবং নাসিরনগর ILST-তে ৪৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার

১৪. আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

ক্রমবর্ধমান প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি সহায়তা একান্ত আবশ্যক । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত কল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন আইনের আওতায় ৩৩০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নসহ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড নিয়ে মতবিনিময় করেন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ :

- পশুরোগ আইন, ২০০৫;
- বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫;
- পশু রোগ বিধিমালা, ২০০৮;
- মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
- পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১;
- পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩;
- প্রাণি কল্যাণ আইন, ২০১৯ ।

উল্লেখিত আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, গো-খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে রয়েছে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তরিকতা ।

১৫. ইনোভেশন কার্যক্রম

- ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ই-ভেট সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

- Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এটুআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাণিসম্পদের সেবাদান কার্যক্রম হিসাবে "Livestock Diary" মোবাইল এপস চলমান আছে;
- গ্রামভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা;
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। খামার রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে খামারীদের সেবা প্রদান করা হবে;
- SMS সার্ভিস চলমান রয়েছে, প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়ে ১৬৩৫৮ নাম্বারে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়া যায়।

১৬. আই সি টি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটিতে (www.dls.gov.bd) অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তণ, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তণের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুততার সাথে স্বল্প সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে;
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রতিবেদন তৈরি করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

১৮. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে অভিযোগ বক্স রয়েছে। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উপসংহার

দেশে করোনা মহামারির মধ্যেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আপামর মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bfri.gov.bd

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে-স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ; নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর; লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি; প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া; স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর; নদী উপকেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৬৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে ৫৩টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বর্তমান সরকারের মৎস্য বান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিশ্বে মোট আহরিত মোট ইলিশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বাংলাদেশ আহরণ করে। তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ায় ৩য়। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিশ্বের অর্ধ শতাধিক দেশে রপ্তানি করা হয়। এসব অর্জন জাতির জন্য গৌরবের।

২. রূপকল্প

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য

গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও শ্রমনির্ভর এবং পরিবেশ উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- বাণিজ্যিকীকরণ সহায়ক মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী অপ্রচলিত জলজসম্পদের উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরী;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

৫. প্রধান কার্যাবলি

- জাতীয় চাহিদার নিরীখে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচলানা;
- মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও অগ্রসরমান চাষীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরমার্শ প্রদান।

৬. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যের বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক. বিলুপ্ত প্রায় বৈরালি মাছের জীনপুল সংরক্ষণ

বৈরালি মাছ উত্তর জনপদের একটি সুস্বাদু মাছ। বৈরালি মাছ বরালি ও খোকসা নামেও পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Barilius barila*। এ প্রজাতি ছাড়াও *Barilius barna, Barilius bendelissis, Barilius tileo* ও *Barilius vagra* নামে এ মাছের আরো ৪টি প্রজাতি রয়েছে। খাল, বিল, পাহাড়ী ঝর্ণা ও অগভীর স্বচ্ছ জলাশয়ে মূলত এ মাছটি পাওয়া যায়। এ মাছটিকে IUCN (২০১৫) কর্তৃক বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র কর্তৃক রংপুরের চিকলি নদী ও দিনাজপুরের আত্রাই নদী হতে বৈরালি মাছ সংগ্রহ করে উপকেন্দ্রের পুকুরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রতিপালন ও ব্রুড তৈরী করা হয়। অত:পর ২০২০ সালে দেশে প্রথমবারের মতো বৈরালি মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জিত হয়। ফলে এর পোনা প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গে এর চাষাবাদ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

বৈরালি মাছ

প্রজননের জন্য হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

খ. বালাচাটা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

বালাচাটা মাছ অঞ্চলভেদে মুখরোচ, পাহাড়ী গুতুম, গঙ্গা সাগর, ঘর পুইয়া, পুইয়া, বাঘা, বাঘা গুতুম, তেলকুপি ইত্যাদি নামে পরিচিত। তবে উত্তর জনপদে মাছটি বালাচাটা, পুইয়া এবং পাহাড়ী গুতুম নামে অধিক পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Somileptes gongota*। দেশের উত্তরাঞ্চলে এ মাছটি এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বর্তমানে এ মাছটি সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এবং চাষাবাদের জন্য পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ইনস্টিটিউট হতে ২০১৯-২০ সালে দেশে প্রথমবারের মত এর কৃত্রিম প্রজনন, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ও চাষ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পরিপক্ক (৯-১৪ গ্রাম) বালাচাটা স্ত্রী মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৪ থেকে ৮ হাজার এবং প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত। একই বয়সের পুরুষের চেয়ে স্ত্রী বালাচাটা মাছ তুলনামূলকভাবে আকারে বড় হয় এবং দেহ প্রশস্ত হয়ে থাকে।

পরিপক্ক বালাচাটা মাছ

৩৬ দিন বয়সী বালাচাটা মাছের পোনা

হ্যাচারীতে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগের ৭-৮ ঘন্টা পর স্ত্রী বালাচাটা মাছ ডিম ছাড়ে। সাধারণত ডিম ছাড়ার ২৩-২৪ ঘন্টা পর ডিম ফুটে রেণু হয়। রেণু পোনা ট্রেতে ০৪-০৫ দিন প্রতিপালন করার পর নার্সারী পুকুরে লালন-পালনের মাধ্যমে অঙ্গুলি পোনায় উন্নীত হয়। ছোট ছোট শুককীট জাতীয় খাবার খেয়ে এ মাছটি জীবন ধারণ করে। মাছটি খেতে সুস্বাদু, মানব দেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এবং এদের কাঁটা কম।

গ. শিং মাছের নিবিড় চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

শিং মাছ আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় একটি মাছ। পুকুরে সাধারণত আধানিবিড় পদ্ধতিতে এর একক বা মিশ্র চাষ করা হয়। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিবিড় পদ্ধতিতে শিং মাছের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)। এতে হেক্টর প্রতি ৮-৯ টন শিং মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। শিং মাছের নিবিড় চাষের জন্য ২০-৫০ শতাংশ আয়তনের ছায়াযুক্ত গভীর পুকুর নির্বাচন করতে হয়। অত:পর পুকুর ভালভাবে প্রস্তুত করে প্রতি শতাংশে ৪-৫ গ্রাম ওজনের ৩৫০০-৪০০০টি সুস্থ-সবল ও গুণগতমানসম্পন্ন শিং মাছের স্ত্রী পোনা পুকুরে মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের পরের দিন থেকে মাছের দেহ ওজনের শতকরা ১২-১৩% হারে প্রাণীজ প্রোটিন (৩২-৩৫%) সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। শিং মাছের নিবিড় চাষের জন্য পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় রাখা খুবই প্রয়োজন। পোনা মজুদের ০১ মাস পর হতে ১৫ দিন অন্তর প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম চুন ও পরবর্তী ১৫ দিন পর ৪০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করতে হয়। অন্যথায় পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

এ ধরণের চাষবাদের ক্ষেত্রে পুকুরকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে যাতে পুকুরের পানি কোনভাবেই বিনষ্ট না হয়। এ ক্ষেত্রে পুকুরে সপ্তাহে ৪-৫ দিন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা বিশেষ জরুরী। এজন্য পুকুর সন্নিকটে শ্যালো মেশিন স্থাপন কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় পুকুরে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

নিবিড় চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত শিং মাছ

পোনা মজুদের ৬ থেকে ৭ মাস পর মাছ আহরণ উপযোগী হয়। এ সময়ে মাছের ওজন হবে ৫৫-৬৫ গ্রাম। তখন পুকুর পুরোপরি শুকিয়ে শিং মাছ আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরণে ৫০ শতাংশের পুকুর হতে ০৬- ০৭ মাসে ৮.০-৯.০ টন শিং মাছ উৎপাদন করা যায়। এতে ৩.৫-৪.০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং এক ফসলে ০৯-১০ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জিত হবে।

ঘ. জাত পুঁটি মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন

জাত পুঁটি *(Puntius sophore)* স্বাদুপানির একটি সুস্বাদু ও গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ছোট মাছ। একসময় এ মাছটি দেশের পুকুর, নদী-নালা, খাল, বিল, প্লাবনভূমি, হাওড়, সর্বত্র পাওয়া যেত এবং খাদ্য তালিকায় এটি পছন্দের একটি মাছ ছিল। শুটকী এবং চ্যাপা সিঁদল তৈরীতে এ মাছটি এক সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জলাশয় দূষণের ফলে জাত পুঁটি মাছের উৎপাদন বর্তমানে অনেক হ্রাস পেয়েছে। ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে ২০২০ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত পুঁটি মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে এ মাছের পোনার নার্সারী গবেষণা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, পুঁটি মাছের প্রজননকাল হচ্ছে এপ্রিল-জুলাই মাস। এর ডিম ধারণ ক্ষমতা ৭-৮ হাজার।

পরিপক্ক জাত পুঁটি মাছ

প্রজননের জন্য হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

ঙ. সীউইড সনাক্তকরণ ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ সীউইড নিয়ে ইনস্টিটিউট হতে গবেষণা পরিচালনা করে কক্সবাজার উপকূলে ইতোমধ্যে সীউইডের প্রাপ্যতা ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ইনানী, বাঁকখালী মোহনা, শাহপরীর দ্বীপ, শাপলাপুর, কুয়াকাটা ও সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ এলাকায় এ পর্যন্ত ১৩৩ প্রজাতির সীউইড সনাক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৮টি বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। সম্প্রতি পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা উপকূলের গংগামতি এলাকায় বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Caulerpa racemosa* সীউইডের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা স্বল্প লবণাক্ত পানিতে চাষযোগ্য। ইনস্টিটিউটের গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ উপকূলে সীউইডের প্রাপ্যতা, বাণিজ্যিক গুরুত্ব ও শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ক *Seaweeds of Bangladesh Coast* নামক একটি বই ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির সীউইডের মধ্যে রোডোফাইটা গ্রুপের ৬৯.৫২%, ফাইওফাইটা ৩৫.২৭% এবং ক্লোরোফাইটা ২৮.২১%। ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন *Hypnea musciformis* প্রজাতির সীউইডের চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

অপরদিকে, গত ২০১৮-১৯ সাল থেকে সীউইডের নতুন ৪টি প্রজাতির চাষাবাদ নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রজাতিসমূহ হচ্ছে *Caulerpa racemosa, Enteromorpha intestinalis, Padina tetrastromatica* ও *Sargassumo ligocystum*। গবেষণায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেন্টমার্টিনে *Caulerpa racemosa* প্রজাতি প্রতি বর্গমিটারে ১৫ কেজি, *Enteromorpha intestinalis* ২৪.৫ কেজি, *Padina tetrastromatica* ১০.৮ কেজি ও *Sargassumo ligocystum* ১৮.৬৫ কেজি পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এ নিয়ে কক্সবাজারসহ পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় অধিকতর গবেষণা চলমান রয়েছে। গবেষকদের ধারণা, সামুদ্রিক মাছ ও কাঁকড়ার পাশাপাশি সীউইড রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান ও দেশের সুনীল অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

ক. *Hypnea valentiae*

খ. *Hydroclathrus clathratus*

গ. *Caulerpa racemosa*

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সীউইড

চ. ভেদা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনায় সাফল্য

ভেদা মাছ *(Nandus nandus)* অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। এটি মেনি মাছ নামেও পরিচিত। দেশে ভেদা মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ভেদা মাছের প্রাপ্যতা খুবই কম। মাছটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া হতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এর ব্যাপক পোনা উৎপাদন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভেদা মাছের লক্ষাধিক পোনা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে । পোনাগুলো চাষীদের নিকট বিতরণ করা হচ্ছে। এ মাছের প্রজননকাল এপ্রিল হতে আগস্ট মাস। প্রাপ্ত বয়স্ক একটি মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৪-৫ হাজার।

ভেদা মাছের পোনা ও বিক্রয়যোগ্য ভেদা মাছ

নার্সারী পুকুরে ভেদা মাছের রেণু মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রেণু পোনার নার্সারি ব্যবস্থাপনা করতে হয়। ভেদা মাছ স্বল্প গভীর পুকুরে অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ৪-৫ মাসেই ভেদা মাছ বাজারজাত যোগ্য হয়ে যায়। ইনস্টিটিউটে ভেদা মাছ চাষ বিষয়ক গবেষণা চলমান রয়েছে।

ছ. পার্বত্য জেলায় কুঁচিয়ার মাঠ গবেষণা পরিচালনা ও জনপ্রিয়করণ

অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদের মধ্যে কুঁচিয়া একটি পুষ্টিকর ও ঔষধি গুণসম্পন্ন মাছ। রপ্তানি বাণিজ্যে কুঁচিয়া মাছের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে কুঁচিয়ার প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নিয়ে ইনস্টিটিউটের রাঙ্গামাটিস্থ নদী উপকেন্দ্র হতে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান সদর এবং খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলায় কুঁচিয়ার মাঠ গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত কুঁচিয়ার চাষ প্রযুক্তি প্রমিতকরণ ও প্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে পার্বত্য জেলার জনগণকে অবহিত করা।

কুঁচিয়ার পোনা ও পার্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত কুঁচিয়া

কুঁচিয়া চাষের জন্য প্রথমে ক্ষুদ্রাকৃতির উপযোগী পুকুর (আয়তন হবে ৩০ ফুট x ১৫ ফুট x ৩.৫ ফুট হতে ৪৫ ফুট x ৩০ ফুট x ৩.৫ ফুট) নির্বাচন করা হয় । অতঃপর পুকুরের তলায় পলিথিন ও উপরে মাটি দিতে হবে যাতে কুঁচিয়া তলায় পালিয়ে না যায় । তলদেশে মাটি বিছিয়ে দেয়ার ২-৩ দিন পর শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে । চুন দেওয়ার ০৩-০৪ দিন পর ১.৫-০২ ফুট পানি দিতে হবে । পুকুর প্রস্তুতির পর প্রতি বর্গমিটারে ৫০ গ্রাম ওজনের সুস্থ সবল ১০টি কুঁচিয়ার পোনা মজুদ করতে হবে । সম্পূরক খাদ্য হিসেবে কুঁচিয়ার দৈহিক ওজনের ৩-৫% হারে মাছ ভর্তা, ফিসমিল ও আটা মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয় । জীবন্ত খাবার হিসেবে তেলাপিয়া/কার্প জাতীয় মাছের রেণু বা ধানি পোনা ১০ দিন পর পর পুকুরে দিতে হবে । এভাবে মজুদের ০৬ মাস পর কুঁচিয়া আহরণ উপযোগী হয়ে যাবে । এরূপ কুঁচিয়া মাছের ওজন হয় ১৩২-২২৮ গ্রাম । এসব ওজনের কুঁচিয়া রপ্তানিযোগ্য এবং স্থানীয় বাজার মূল্য ৩০০-৪০০ টাকা/কেজি । এতে প্রতি শতাংশ পুকুর থেকে এক ফসলে ৫০০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব । উল্লেখ্য, কুঁচিয়া উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় খাবার বিধায় পার্বত্য জেলায় কুঁচিয়া চাষে অনেকেই ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন ।

জ. মেঘনা নদীর উজানে লবণাক্ততা ও মাছের জীব বৈচিত্র্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সাম্প্রতিক বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন সর্বাধিক আলোচিত বিষয়গুলোর একটি । বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ক্রমশ বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে । এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর থেকে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত নিরুপনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা হয় । গবেষণার আওতায় মেঘনা নদীর ৭টি পয়েন্টে (ষাটনল, চাঁদপুর সদর, হাইমচর, চর ভৈরবী, চর লধুয়া, চর আলেকজান্ডার ও রামগতি) পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ ও লবণাক্ততার মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে । বিশ্লেষিত তথ্য থেকে দেখা যায়, মেঘনা নদীর আলোচ্য ৭টি পয়েন্টে পানির পিএইচ (৭.৭-৮.৩), অক্সিজেন (৪.৬-৬.৫ পিপিএম), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (১০.৬-২৩.০৬ পিপিএম),ট্রান্সপারেন্সি (২০.৫-৬৩.৬ সে.মি.), অ্যালকালিনিটি (৬০-১৫৫ পিপিএম) ও হার্ডনেস (৮২.৫-৬৭৯ পিপিএম) এর মাত্রা এখনো মাছের গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে ।

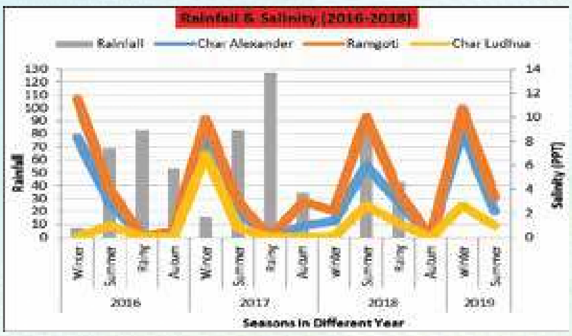

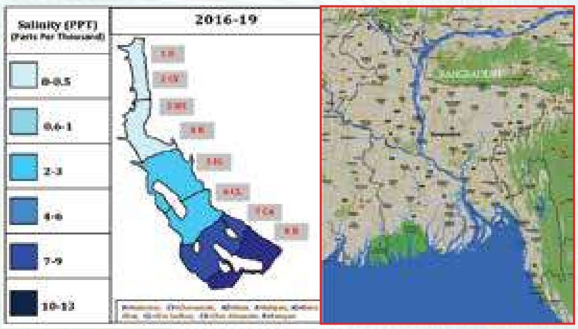

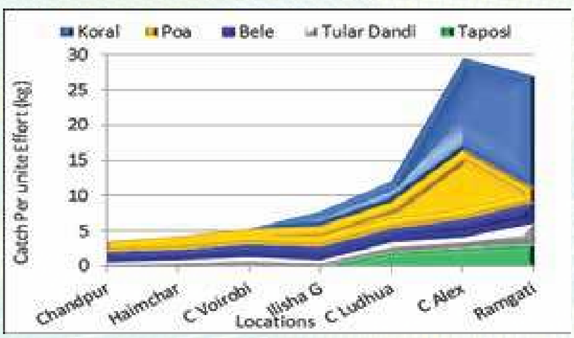

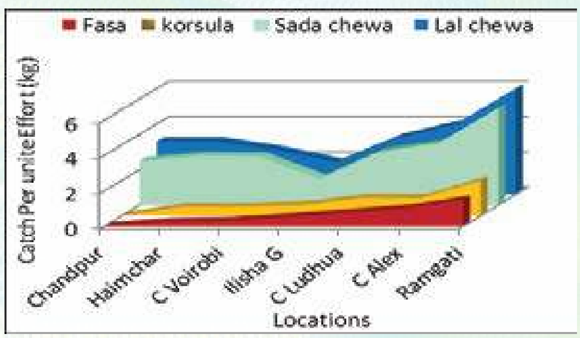

মেঘনা নদীর জলজ পরিবেশ ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি

তবে লবণাক্ততার মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সেখানে গড়ে ১০ পিপিটি মাত্রায় লবণাক্ততা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ বিগত ২০০৭-২০০৮ সালে ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত অপর একটি সমীক্ষায় শুষ্ক মৌসুমেও বর্ণিত ০৭টি পয়েন্টে লবণাক্ততার মাত্রা ছিল শুণ্য। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এক যুগের ব্যবধানে উজান থেকে পানি প্রবাহ হ্রাস ও তলানী পতনের কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গবেষকগণ মনে করেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল মাছ যেমন: তাপসী, তুলার ডান্ডি, পোয়া, বেলে, ফাঁইশ্যা ও খরসোলা মাছের প্রাপ্যতা মেঘনা নদীর চরলধুয়া, আলেকজান্ডার ও রামগতি এলাকায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মিঠাপানির মৎস্য জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকীস্বরূপ।

ঝ. ওয়েষ্টার এর পোনা উৎপাদন ও চাষ

অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ ওয়েষ্টার (Oyster) পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি জলজ সম্পদ। ওয়েষ্টারকে কক্সবাজারের স্থানীয় ভাষায় 'কস্তুরা' বলা হয়। বর্তমানে কক্সবাজারের বিভিন্ন হ্যাচারিতে মা চিংড়ি এবং কাকঁড়াকে খাওয়ানোর জন্য প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাসে ওয়েস্টার ব্যবহার (মাসে ১ থেকে ১.৫ টন) করা হয়। ওয়েষ্টার এর খোলস ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এবং এর ভিতরের মাংসল অংশ অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে জাপান, চীন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও মালোয়েশিয়ায় ওয়েস্টার খুব জনপ্রিয়। এসব দেশে ওয়েস্টার বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ওয়েষ্টার চাষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ইন্টারটাইডাল জোনের ৪০ মি. গভীরতা পর্যন্ত জলাশয়ের ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী (লবণাক্ততা ১৮-৩২ পিপিটি ও তাপমাত্রা ২২-৩৫ ডিগ্রি সে. এর নীচে) ওয়েষ্টার চাষের জন্য অনুকূল। এছাড়া আমাদের ওয়েস্টারের আকার এবং ভিতরের মাংসল অংশের পরিমান অপেক্ষাকৃত বেশি। ফলে এদেশের ওয়েষ্টার রপ্তানির জন্যও উপযোগী। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে ২০১৮-১৯ সাল থেকে কক্সবাজার উপকূলে ওয়েস্টার চাষের গবেষণা শুরু করা হয়। গবেষণাকালে কক্সবাজারের সোনাদিয়া থেকে স্প্যাট সংগ্রহ করে কক্সবাজারের খুরুশকূল এবং নুনিয়ারছড়াতে সাগরে বাঁশের ভেলার মাধ্যমে নেটের ঝুড়ি এবং ঝুলন্ত দড়ি পদ্ধতিতে ওয়েস্টার *(Saccostrea cucullata)* চাষ করা হয়। নেটের ঝুড়ি পদ্ধতিতে খুরুশকুলে ওয়েষ্টার এর মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ১০.২ গ্রাম (৪০টি ওয়েস্টার মজুদের ক্ষেত্রে) এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৯৫%। অপরদিকে নুনিয়ারছড়াতে দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ৮.৫ গ্রাম এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৮৫%।

কক্সবাজারস্থ খুরুশকুলে উৎপাদিত ওয়েষ্টার ও ওয়েষ্টার চাষ পদ্ধতি

অপরদিকে, ঝুলন্ত দড়ি পদ্ধতিতে খুরুশকুলে মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ১২.৪ গ্রাম এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৮০% । অপরদিকে নুনিয়ারছড়াতে দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ১১.৪ গ্রাম এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৫৫% । এসব ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় , কক্সবাজার উপকূলে ওয়েস্টার চাষ করা সম্ভব । বর্তমানে এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা চলমান রয়েছে ।

ঞ. আপেল শামুকের প্রজনন ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল উদ্ভাবন

বাংলাদেশে ৪৫০ প্রজাতির শামুক *(Gain, 1998)* রয়েছে । এরমধ্যে বাণিজ্যিক দিক থেকে অধিক মূল্যবান শামুক হচ্ছে মিঠা পানির আপেল শামুক *(Pila globosa) (Swainson, 1822)* । কিন্তু প্রকৃতি থেকে নির্বিচারে আপেল শামুক আহরণের ফলে প্রকৃতিতে এর প্রাপ্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে । এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউটের চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট থেকে আপেল শামুকের প্রজনন ও চাষাবাদ বিষয়ে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া এবং সদর উপজেলায় গবেষণা পরিচালনা করা হয় । গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৩ ± ৩.৩ মি.মি. লম্বা এবং ৮ ± ২.৫ গ্রাম ওজনের একটি আপেল শামুক পরিপক্ক এবং অধিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হয় । গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে আরো দেখা যায় যে, একটি পরিপক্ক শামুক কয়েক ধাপে ডিম দেয়া সম্পন্ন করে থাকে । প্রথম ধাপে ৮০-১০০টি, পরবর্তী ধাপে ৫০-৭০টি এবং শেষ ধাপে ২০-৩০টি ডিম দেয় । এক মৌসুমে আপেল শামুক সর্বোচ্চ ২০০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে । ডিম হ্যাচ হবার জন্য ২৬-৩১° সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন হয় । তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ডিম হ্যাচ হতে ১৪-১৮ দিন সময় লাগে । সম্পূর্ণ ডিমগুচ্ছ হ্যাচ হতে ২৬-২৯ দিন সময় লেগে যায় ।

পরবর্তীতে, গবেষণাগারে এ্যাকোরিয়ামের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হারে আপেল শামুকের পোনা মজুদ করে বিভিন্ন খাদ্য দিয়ে বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ করা হয় । এক মাস লালন পালন করার পর প্রতি লিটার পানিতে ৩০ টি মজুদকৃত আপেল শামুকের বাচ্চার বৃদ্ধির হার অন্যটির (৬০টি/লিটার পানি) তুলনায় ৮-১৬% বেশি পাওয়া যায় । তাছাড়া, পিলেট ফিড প্রদানকৃত আপেল শামুকের বাচ্চার বেঁচে থাকার হার অন্যগুলোর চেয়ে প্রায় ১০% বেশি পরিলক্ষিত হয় । এতে প্রতীয়মান হয় যে, আপেল শামুক বাজারে সহজলভ্য পিলেট ফিড দিয়ে চাষ করা সম্ভব এবং প্রতি লিটার পানিতে ৩০ টি মজুদ করা হলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে । উল্লেখ্য, এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

আপেল শামুক

ট. সেমিনার/কর্মশালা

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর/জনপ্রিয়করণ, গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ে ইনস্টিটিউট থেকে গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ০৮টি সেমিনার/কর্মশালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার/কর্মশালা থেকে গৃহীত সুপারিশ দেশে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত আঞ্চলিক কর্মশালা

ঠ. প্রকাশনা

ইনস্টিটিউট হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মৎস্য প্রজনন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ০৪টি প্রযুক্তিভিত্তিক লিফলেট, নিউজলেটার, জার্ণাল, প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি, বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯), Hilsa Fisheries Research and Development in Bangladesh এবং Seaweeds of Bangladesh Coast শীর্ষক বই প্রকাশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।

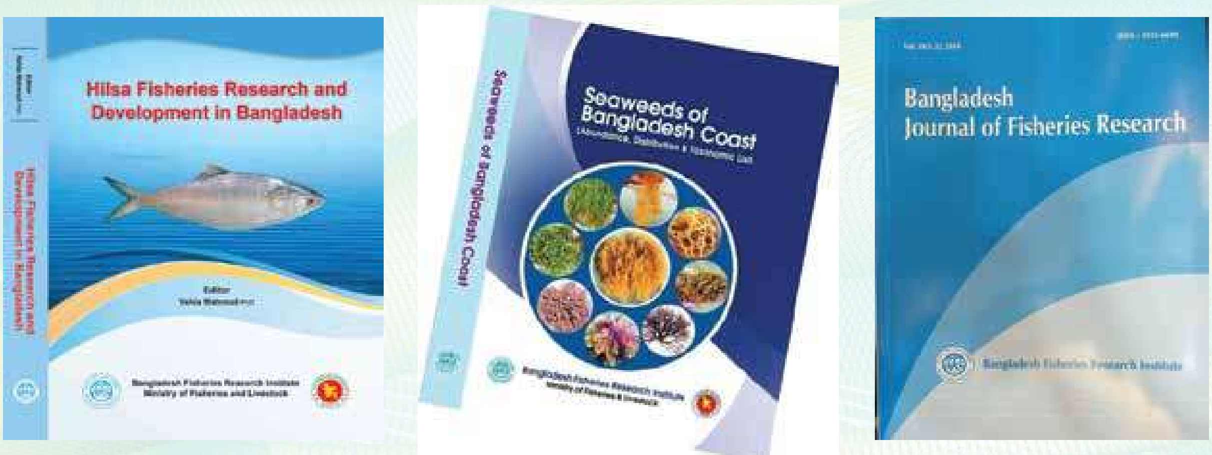

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ২ টি গ্রন্থ ও জার্ণাল

ড. প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর

ইনস্টিটিউট হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযুক্তি ২টি হলো : ১. বিলুপ্তপ্রায় বালাচাটা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল এবং ২. শীলা কাঁকড়ার প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি। উপরোক্ত প্রযুক্তি ২টি গত জুন ২০২০ মাসে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে আহরিত পোনা (ক্র্যাবলেট) কাঁকড়া চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইনস্টিটিউট হতে কাঁকড়া পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ায় পোনা প্রাপ্তি ও কাঁকড়া চাষ সহজতর হবে এবং উৎপাদন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে।

বিএফআরআই কর্তৃক মাছের জার্মপ্লাজম হস্তান্তর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিগত ১৯.০৬.২০১৯ ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০১৯-২০ আর্থিক সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রশাসনিক ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে অর্জিত স্কোর ৯৬.০%। উল্লেখ্য, চলমান করোনা মহামারী জনিত পরিস্থিতির কারণে জনবল নিয়োগ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়ায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয় নি।

৮. নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের ইশতেহারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ইনস্টিটিউট বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ ও শেরপুরের নকলা উপজেলায় ধানক্ষেতে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এতে সংশ্লিষ্ট চাষীরা অধিকতর লাভবান হয়েছে। একই সঙ্গে কার্প জাতীয় মাছের জাত উন্নয়ন, দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও মাছের রোগ প্রতিকারে গবেষণা পরিচালনা করেছে। তাছাড়া, ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশ উপকূলে এ পর্যন্ত ১৩৩ প্রজাতি সীউইড সনাক্ত করেছেন। অন্যদিকে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ৪ প্রজাতির সীউইডের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা চলমান রয়েছে।

৯. SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal-SDG) অর্জনে ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫৬টি গবেষণা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব গবেষণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প যেমন- ১.চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ, ২.সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, ৩.বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্প এবং ৪.বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

ইনস্টিটিউটে ২০১৯-২০ সালে প্রারম্ভিক জেরসহ ১০৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে মাত্র ০৬টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। অনিষ্পন্ন আপত্তিগুলোর মধ্যে ৩০টি আপত্তির ত্রিপক্ষীয় সভা ও ১৩টি আপত্তির দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলমান করোনা পরিস্থিতিতে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা এবার তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ সালে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ইনস্টিটিউটের ১৫ জন বিজ্ঞানী স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেছেন। অপরদিকে, ইনস্টিটিউটের ICT সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ, ইনোভেশন, ই-নথি, ই- টেন্ডার বিষয়ে ৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে ইনস্টিটিউটের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার উপর ৬১২ জন চাষী, উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন টিম যথাসময়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইনোভেশন টিমের সভা, উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরনে সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা যাচাই বাছাই করে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ, উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা সহজীকরণ, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়নাধীন ইনোভেশন উদ্যোগ গুলো হচ্ছে : "বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো" ও "ই-ইলিশ" মোবাইল এ্যাপস। এছাড়া ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ কয়েকটি সেবাকে (সিপিএফ, বেতন ভাতা প্রদান ইত্যাদি) ই-সেবায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

১৩. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সেবাসমুহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আইসিটির ব্যবহার অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কের সহায়তায় ওয়েবসাইট, ৮০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সংযোগ, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ই-নথি সিষ্টেম ও ই-জিপি সেবার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত নৈতিকতা কমিটি সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আলোচ্য সময়ে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে ৬ টি সচেতনতা সভা আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ এর আওতাধীন ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্রে ২০১৯-২০ সালে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উপসংহার

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের আমলে গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ও জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হয়েছে। দেশীয় মাছ সংরক্ষণ এবং অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ (কাকঁড়া, কুঁচিয়া, ওয়েস্টার) উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আলোচ্য সময়ে গবেষণা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। তাছাড়া আম্পান, কোভিড ১৯ ও পরপর দুটি বন্যায় দেশের মৎস্য খাতের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা

www.blri.gov.bd

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মযাত্রা ১৯৮৬ সালে শুরু হয় ।গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, আয়বৃদ্ধি, প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাণিজকৃষি উন্নয়নকে উপজীব্য করে স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউট বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে চারটি নতুন প্রযুক্তিসহ এ পর্যন্ত মোট ৮৭ টি প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে এবং গত অর্থবছরে ৪ টি প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট হস্তান্তর করেছে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে হস্তান্তরিত প্রযুক্তিসমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision)

দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ;
- সম্ভাবনাময় দেশী প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বংশবৃদ্ধিকরণ;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- দারিদ্র্য বিমোচন ।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main functions)

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও খাদ্য, বাসস্থান এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই বা টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- দেশী ও বিদেশী জাতের ঘাস সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামারীদের মাঝে বীজ, কাটিং বিতরণ এবং ভেষজ স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ;
- প্রাণিজ পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ এবং মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

- প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
- খামারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রসারে সহায়তাকরণ;
- প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সংগে যোগাযোগ স্থাপন;
- জাতীয় প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং দায়িত্ব পালন;

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ৮টি গবেষণা বিভাগ, একটি সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগ ও পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র এর সমন্বয়ে গঠিত।

ক. গবেষণা বিভাগসমূহ

- পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ;
- প্রাণি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ;
- সিস্টেম রিসার্চ বিভাগ;
- ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- বায়োটেকনোলজি বিভাগ;
- প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরিক্ষণ বিভাগ।

খ. সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগ

- প্রশাসন শাখা;
- পরিবহন শাখা;
- নিরাপত্তা শাখা;
- প্রকৌশল শাখা;
- হিসাব শাখা;
- প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা;
- গ্রন্থাগার শাখা;
- স্টোর ও প্রোকিউরমেন্ট শাখা;
- গবেষণা খামার।

গ. আঞ্চলিক কেন্দ্র

- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ি, রাজশাহী।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, সদর, যশোর।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাংগা, ফরিদপুর।

৭. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য

৭.১. প্রযুক্তি উদ্ভাবন

৭.১.১. ফডারের বায়োমেট্রিক্যাল রেংকিং টুল

উচ্চ ফলনশীল ঘাসের চাষাবাদ টেকসই ও লাভজনক প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে খামারী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বিভিন্ন ধরণের ধানের খড়, বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাসের পাশাপাশি ভুট্টা, নেপিয়ার, জার্মান, পারা, সরগম, ওটস ইত্যাদি ঘাসের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে খামারীরা তাদের নিজস্ব খামারের জন্য অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ঘাস চাষ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন। গবাদিপশু পালনের ক্ষেত্রে খামারীরা তাদের প্রচলিত খামার ব্যবস্থাপনা থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে উন্নত খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার রূপান্তরের পাশাপাশি ক্ষুদ্র খামার থেকে বাণিজ্যিক খামারে রূপান্তর পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার চেষ্টার কারণে দেশে বিভিন্ন ধরণের ঘাসের উৎপাদন যেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে একইভাবে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘাসের বীজের বাজার-চাহিদাকে পুঁজি করে বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন বীজ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎস এবং বিদেশ থেকে ঘাসের নতুন নতুন বীজ আমদানিপূর্বক দেশের স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছেন। আমদানিকৃত ঘাসের বার্ষিক উৎপাদন দক্ষতা, পুষ্টিমান, প্রাণীর উৎপাদন দক্ষতা, উৎপাদন খরচ, অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ এবং ঘাস ব্যবহারে প্রাণির আন্ত্রিক (রুমেন) মিথেন শক্তি অপচয় ইত্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে ফডার বীজ বাজারজাত করা হলে খামারীগণ লাভবান হবেন। বর্তমানে উপযোগিতাগুলো যাচাই বা ডাটাবেজগুলো বিবেচনা না করে বীজ আমদানি করা হচ্ছে। এতে করে খামারীরা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতির সম্মুখীন হন। উক্ত উপযোগিতাগুলো রেংকিং করার জন্য কোন পদ্ধতি/টুল/সূত্র নেই। বিএলআরআই কর্তৃক ২০১৩ সাল থেকে অদ্যবধি ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে খামার, সম্প্রসারণ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহার উপযোগী ঘাসের রেংকিং টুল হিসেবে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলো উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত সমীকরণগুলোতে ভুট্টা ঘাসের সাইলেজকে পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ জন্য ভুট্টার সাইলেজের তুলনায় কোন ফডার কতটা দক্ষ তা মেইজ ইনডেক্স (Maize Index) দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

সমীকরণ-১ : ঘাসের উৎপাদন ক্ষমতা, $X_{ddm} = \frac{(\text{Yddm of a fodder})}{(\text{Yddm of maize})}$ যেখানে, Yddm= (DMY-DMY*% HL)*% D kg/ha

সমীকরণ-২ : প্রাণীর উৎপাদন দক্ষতা, $X_{ap} = \frac{(\text{Yap of fodder})}{(\text{Yap of maize})}$ যেখানে, Yap=(LWG (kg)* DDM(kg))/(DMI (kg)*D(%) kg/ha

সমীকরণ-৩ : রুমেনে মিথেন শক্তি অপচয় নির্ণায়ক, $X_{CH4} = \frac{(\text{YCH4 of Maize})}{(\text{YCH4 of fodder})}$ যেখানে, YCH4 = (CH4 emission,kg/d)/ LWG (kg/d)

সমীকরণ-৪ : লাভ-ক্ষতির দক্ষতা, $X_{bc} = \frac{(\text{Ybc of fodder})}{(\text{Ybc of maize})}$ যেখানে, ybc=GR_f/GC_(f)

৭.১.২. সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণিখাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি

লাভজনক খামার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন খামারে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় প্রাণিখাদ্য সরবরাহ। কিন্তু বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় বার্ষিক প্রায় ৫৬% প্রাণিখাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। আবার এদেশে আবাদি জমিরও ঘাটতি রয়েছে (০.০৪৮ হেক্টর/ব্যক্তি), যা প্রতি বছর নগরায়ন ও বিভিন্ন অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ১% হারে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, গৃহস্থালিতে ও পাইকারি সবজি বাজারে উন্নত বর্জ্য অপচয় হয়। এই বর্জ্য পচে জীবাণু ছড়ায়, পচন রস নিঃসৃত করে এবং গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত করে পরিবেশ দূষণ করে। বিশ্বে খাদ্য ও সবজি বর্জ্য থেকে এভাবে নির্গত গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ মানব সৃষ্ট মোট গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রায় ১১%, যার পরিমাণ প্রায় ৭৯৯ মিলিয়ন মে.টন কার্বন ডাইঅক্সাইড সমতুল্য। এই সবজি বর্জ্যকে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে এর ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ কিছুটা রোধ করা সম্ভব হবে।

অধিকন্তু, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য খাদ্যশস্য ও সবজি অপচয় কমানো অথবা তাদের বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজি-২ (একটি ক্ষুধা মুক্ত পৃথিবী) এবং এসডিজি-১২ (জবাবদিহিতামূলক ভোগ ও উৎপাদন) বিবেচনা করে আমাদের দেশের সবজি বর্জ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে সবজি বর্জ্যকে পশুখাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করলে একদিকে যেমন আবাদি জমিতে ঘাস চাষের চাপ কমবে, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণও কমানো যাবে। এই গবেষণার ফলাফল কাজে লাগিয়ে প্রাণি খামারি, পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পেশাজীবী এবং উদ্যোক্তা উপকৃত হতে পারেন।

৭.১.৩. মোবাইল এবং ওয়েব ভিত্তিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ এ্যাপ্লিকেশনের উন্নয়ন

গবেষণার সফলতা এবং যৌক্তিকতার জন্য সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রধানত শহর এলাকায় বিস্তারের মাধ্যমে একটি স্থায়ী এবং বিশ্বস্ত যোগাযোগ মাধ্যমে পরিণত হচ্ছে। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ক্লাউড কম্পিউটিং (এসসিসি) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, যেখানে তথ্য মানুষ হতে ডিভাইসের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সাইটে সংরক্ষিত থাকে এবং এর প্রভাব তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ফলশ্রুতিতে ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প তথ্যভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে "ডিডিআরপি-বিএলআরআই এ্যাপ্লিকেশন"এর উন্নয়ন ঘটাচ্ছে যা প্রকল্পের গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত মোবাইল ও ওয়েব মাধ্যমে লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে।

এ্যাপ্লিকেশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ্যসমূহ

ক. প্রতিটি গরুর জেনোটাইপ ভিত্তিক বংশগত তথ্য সংরক্ষণ করা যায়;

খ. এই এ্যাপ্লিকেশনে গরু ও বাছুরের তথ্য তালিকাভুক্তকরণের মাধ্যমে হার্ডবুক তৈরি, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকরণ, বৃদ্ধি, প্রজনন, পুনঃউৎপাদন, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন, দুগ্ধ ও সিমেনের গুণগত মান, প্রতিদিনের খাদ্য বিতরণের পরিমাপ এবং স্বাস্থ্যগত তথ্যের পাশাপাশি জলবায়ুর স্থিতিস্থাপক স্থিতিমাপন তথ্যের সংযোজন করা হয়েছে;

গ. গণনাকারীর কার্যে সুবিধার জন্য এই এ্যাপ্লিকেশন কিছু সহায়ক মডিউল যেমনঃ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সম্পাদিত কার্যের সারসংক্ষেপ, গরুর তালিকা, বিন্যাস এবং এ্যাপ্লিকেশনে প্রবেশ/বাহির সংযুক্ত করা হয়েছে;

ঘ. মানচিত্রে প্রতিটি গরুর জিপিএস ট্র্যাকিং উল্লেখ থাকে এবং উক্ত গরু পালনকারীর ছবিসহ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে;

ঙ. তথ্য প্রবেশের পর তা সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে এবং এমএস এক্সেল ও পিডিএফ আকারে ডাউনলোডের ব্যবস্থা রয়েছে;

চ. ইন্টারনেট সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্ন হলেও লিপিবদ্ধকৃত তথ্য পুনঃসংযোজনের সাথে সাথে সার্ভারে জমা হয়।

৭.২. প্রযুক্তি হস্তান্তর

২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ৪ টি প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরিত প্রযুক্তি ৪টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

৭.২.১. দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলা ল্যাম্ব (ভেড়ার মাংস) উৎপাদন

এক বছরের কম বয়সি হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার কচি মাংসকে ল্যাম্ব বলে। আবার এক বছরের কম বয়সি ভেড়াকেও ল্যাম্ব বলা হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে দেশি ভেড়ার যে কারকাস বিক্রি হয় তার গড় ওজন প্রায় ৮ কেজি। এই ৮ কেজি কারকাস উৎপাদনে ভেড়া গড়ে ১ বছর ৬ মাস সময় নেয়।

গবেষণায় দেখা গেছে পরিমিত খাদ্য, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ল্যাম্ব উৎপাদনের মাধ্যমে ৬-৮ মাসেই এই ৮ কেজি কারকাস উৎপাদন সম্ভব এবং যার মাধ্যমে ভেড়া হতে উৎপাদিত মোট মাংসের পরিমাণ দ্বিগুণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালন করলে একটি ল্যাম্ব ৬ মাস বয়সে প্রায় ১৫ কেজি, ৯ মাসে ২০ কেজি ও ১২ মাসে ২৪ কেজি ওজন হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশি ল্যাম্ব এর ওজন ৬ মাস পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এর পর ওজন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও তা ক্রম হ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে খাদ্য রূপান্তর হারও (এফসিআর) বাড়ে। অর্থাৎ ছয় মাস বয়সে বাজারজাত/জবাই করলে বেশি লাভবান হওয়া যায়। তবে ৬-৯ মাস যে কোন বয়সেই জবাই করলে ল্যাম্ব উৎপাদন লাভজনক হয়। নিম্নের ছকে এ ৭-৯ মাস বয়সী ল্যাম্ব জবাইয়ের পর প্রাপ্ত মাংসের পরিমাণ ও বিভিন্ন ধরনের প্রাইমাল কাটের (হোল সেল কাট) পরিমাণ দেয়া হলো।

ড্রেসিং পারসেন্ট	৫০.৪৪
গলা (Neck)	৪.২৮
কাঁধ (Shoulder)	১৫.৪০
রেক (Rack)	৪.০৮
শেংক (Shank)	১.৯২
লয়েন (Loin)	৪.৬৬
ফ্ল্যাংক (Flanks)	৩.৫৩
লেগ চাম্প (Leg Chump)	১৩.৯৬
পা (Lig)	২.৬৪

বিএলআরআই এর গবেষণায় দেখা গেছে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রতি কেজি ল্যাম্ব (মাংস) উৎপাদনে ৩৪০-৩৬০ টাকা খরচ হয়। বর্তমানে ল্যাম্বের মাংসের দাম কেজি প্রতি ৫৫০-৬০০ টাকা। ফলে প্রতি কেজি ল্যাম্ব উৎপাদনের মাধ্যমে একজন খামারী ২১০-২৪০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারে। অতএব, দেশি ভেড়ার তুলনায় বাংলা ল্যাম্ব উৎপাদন অধিকতর লাভজনক। খামার পরিচালনার পাশাপাশি দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৭.২.২. নিরাপদ মাংস উৎপাদনে মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি

নিম্নমানের খাদ্য ও ব্যবস্থাপনার কারণে খামারিরা মহিষ থেকে সর্বোচ্চ উপযোগিতা গ্রহণ করতে পারে না। উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রথম শর্তই হচ্ছে উন্নত খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ। দেশী গরুর তুলনায় মহিষের দৈহিক আকার বড় (Body frame size)। বিদ্যমান মহিষ ষাঁড় ব্যবহারে দেশের মাংস উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মহিষ অধ্যুষিত উপকূলীয়, হাওড়-বাওড়, পাহাড় এবং যমুনা নদী বিধৌত অঞ্চলের খামারীরা অতীতে কৃষিকাজে ষাঁড়/বলদ ব্যবহার করতেন। তা এখন হ্রাস পেয়েছে। উক্ত মহিষ ষাঁড়গুলো সহজেই হৃষ্টপুষ্ট করা যেতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হলে এদের উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম সময়ে পুষিয়ে নেয়া সক্ষম। এর ফলে খামারীগণ লাভবান হবেন। উন্নত লালন-পালনের মাধ্যমে মহিষের নিরাপদ মাংস উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ হবে। মহিষের মাংস সম্পর্কে ভোক্তাদের ভুল ধারণা দূর করাও প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমান বাজার দরে মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য ঘাসের সাইলেজ বাবদ খরচ ২৪.০-২৮.০ টাকা, দানাদার খাদ্য মিশ্রণ বাবদ খরচ ৮৩.০- ৯৯.০ টাকা এবং খাদ্য অপচয় বাবদ খরচ হয় ৩.০- ৪.০ টাকা অর্থ্যাৎ প্রতি কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য মহিষের মোট খাদ্য বাবদ খরচ পড়ে ১১৪.০-১২৭.০ টাকা।

খাদ্যসহ অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে, মাংসের বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতিতে ১০৫ দিন সময় পর্যন্ত একটি মহিষ হতে খামারী অনায়াসেই কমপক্ষে ১৩,০০০.০০-১৫,০০০.০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে পারেন। উদ্ভাবিত মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ খাদ্য প্রযুক্তিটি ব্যবহারে দেশে ১) মহিষ পালন অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবে, ২) নিরাপদ খাদ্য (মাংস) উৎপাদন/বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে, ৩) উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড়-বাওড় সহ মহিষ পালনকারী সকল অঞ্চলের খামারীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হবে, ৪) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং ৫) বায়ুদূষণ হ্রাস করবে।

৭.২.৩. বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেল

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১০ সাল হতে দেশের কিছু নির্বাচিত এলাকায় বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারীগণের তাঁদের নিজ খামারে বায়োসিকিউরিটি উন্নত করার সাথে সাথে অন্য বাণিজ্যিক খামার এবং দেশী পারিবারিক ক্ষুদ্র খামারীগণকে সম্পৃক্ত করে কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেল উদ্ভাবন করেছে। এই কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেলটি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগসহ পোল্ট্রির অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। একই সাথে প্রকল্প এলাকায় পোল্ট্রির উৎপাদন ৩০ থেকে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার ৭০ ভাগ কমানো সম্ভব হয়েছে।

কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেল এর মূল উপাদান

১. একটি গ্রাম বা অঞ্চল নির্বাচন করে কমিউনিটি ফোরাম তৈরি করা হবে। এই ফোরামে বাণিজ্যিক খামারের প্রতিনিধিসহ ক্ষুদ্র ও পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের প্রতিনিধি থাকবে;

২. বাণিজ্যিক ও পারিবারিক পোল্ট্রি খামারগুলো কতিপয় সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এলাকা-স্বেচ্ছাসেবক বা কর্মী তৈরি করবে;

৩. এলাকার সকল বাণিজ্যিক পোল্ট্রি এবং পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা হবে;

৪. বাণিজ্যিক খামারগুলো স্ব-স্ব খামারের ভিতরে বায়োসিকিউরিটির গুরুত্বপূর্ণ (তালিকা অনুসারে) উপাদানগুলোর প্রয়োগ করবে এবং নিজে নিজের খামারের মান যাচাই করবে;

৫. রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্যাক্সিনকে প্রাধান্য দিবে। সকল প্রধান প্রধান পোল্ট্রি রোগের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খামারের জন্য ভ্যাক্সিন সিডিউল প্রস্তুত করবে;

৬. এলাকার পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের সংখ্যা নির্ণয় (স্বেচ্ছাসেবির মাধ্যমে) করে প্রধান প্রধান রোগ যেমন রাণীক্ষেত, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং পক্স রোগের টিকার ব্যবস্থা করবে;

৭. পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের ঘরগুলো বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য সম্মত করা হবে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং খামার ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে দেখা যায়, এই অঞ্চলে পোল্ট্রির সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে বেশী। বিভিন্ন গবেষণায় পারিবারিক পোল্ট্রিকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের ধারক এবং বাহক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সাথে দেশী পারিবারিক পোল্ট্রির সংক্রামনকে গুরুত্ব না দেয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের দূর্বল বায়োসিকিউরিটির কারণে এ সকল খামারে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ বিভিন্ন রোগের প্রার্দুভাব বেশী দেখা যায়। কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেলটি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের রোগ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৭.২.৪. পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালন কৌশল

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ২০১২ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় খামারী পর্যায়ে প্রথম দেশী জাতের ভেড়ার বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতি খামারিকে ৫টি (১টি পুরুষ ভেড়া ও ৪টি ভেড়ী) ভেড়া প্রদান করে তাদের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে ভেড়াগুলো পাহাড়ী লতা-পাতা ও গুল্ম জাতীয় খাবার খেয়ে অতি স্বল্পসময়ে পাহাড়ী অঞ্চলে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে এবং উৎপাদন ও পুনঃ উৎপাদনে ভাল ফলাফল দেখা গেছে। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার মানুষ পাহাড়ের ঢালে বসবাস করে। ঐ পরিবেশে বসবাস করা খুব কষ্টকর।

পাহাড়ী অঞ্চলে দেশী জাতের ভেড়া পালন

পাহাড়ী জনগণ দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে তুলনামুলকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে এবং তাদের অনেকে বহু কষ্টে জীবন-যাপন করে। তাদের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত এবং জীবন যাত্রার মান নিম্ন। এ অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য পাহাড়ী এলাকার জনগণ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগোপযুগী ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশীয় ভেড়া লালন-পালন করে সুখী ও সমৃদ্ধ এবং সাবলম্বী হতে পারে। যেহেতু ভেড়ার খাবারের বাছ-বিচার তুলনামূলকভাবে কম, সেহেতু পাহাড়ী অঞ্চলের স্থানীয় ঘাস, লতা পাতা, গুল্ম, শুকনা পাতা এবং ফসলের কান্ড অথবা অবশিষ্ট সকল কিছুই ভেড়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বন ভূমি সমেত এরূপ জায়গা ফসল উৎপাদনের চেয়ে চারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহার সহজ ও লাভজনক। তাই এরূপ জায়গায় চড়ে খাওয়ার জন্য ভেড়া একটি উৎকৃষ্ট প্রাণি। অন্যান্য ব্যবসার চেয়ে প্রাথমিক পুঁজি বা বিনিয়োগ যেমন কম, তেমনি ভেড়ার লালন পালনের জন্য প্রতিদিনের খরচও কম। ভেড়ার খামার পরিচালনার জন্য বাড়ির ছেলে-মেয়ে এবং মহিলারা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.৩. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবা

সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অত্র ইনস্টিটিউট নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬৭০ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯-২০ এ ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ২৭টি কার্যক্রমের বিপরীতে ২২ টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং অগ্রগতি ১০০%। আবশ্যিক কৌশলগত দিকসমূহের ক্ষেত্রে অর্জন হয়েছে ৯৮.৪০% এবং মোট অর্জন ৯৬.৩০ % ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২ টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে।

৯. SDGs অর্জনের অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় চলমান প্রকল্প, ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিরোনাম ও সম্ভাব্য বাজেট এবং ২০২১-২০৩০ খ্রিঃ মেয়াদকালের প্রকল্প/কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের আওতায় ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান মোট ৩২২টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২০৩টি আপত্তির নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬৭০ জন খামারী/উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে ৩০৯ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে ২টি পৃথক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকর্তা ও খামারী/ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Food adulteration and contamination: Inside facts and consumer responsibility শীর্ষক কর্মশালা

১২. সভা/সেমিনার

বিএলআরআই এর বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম ও সম্মানিত সচিব রওনক মাহমুদ বিএলআরআই পরিদর্শনকালে বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও চলমান গবেষণা কার্যক্রমসমূহ তাঁদেরকে অবহিত করা হয়। পরে বিএলআরআই-এর বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সংগে মাননীয় মন্ত্রী বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের উপর মত বিনিময় করেন। প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য তিনি সকল বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠা সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার আহবান জানান।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম
বিএলআরআই পরিদর্শনকালে বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সংঙ্গে মত বিনিময় করেন

১৩. ইনোভেশন কার্যক্রম

উদ্ভাবনী আইডিয়া

বিএলআরআই বর্তমানে ১১ টি আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে। তন্মধ্যে "বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপস" উদ্ভাবনী আইডিয়াটি মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হচ্ছে, ০৩ টি আইডিয়া, যথা- ১. খামারগুরু ২. বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার ও ৩. বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী। মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং অবস্থায় রয়েছে ৫ টি আইডিয়া যথা-পোল্ট্রি প্রযুক্তি সেবা প্রদানে ওয়ানস্টপ সার্ভিস, বিএলআরআই সেবা কেন্দ্র, গ্রীনওয়ে অ্যাপস, খামার পরিকল্পনায় বিএলআরআই হেলপ লাইন। এ ছাড়াও ল্যাবে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তি, Mobile Vaccination Camp, গবাদিপশুর রোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধের জন্য মোবাইল অ্যাপ ইত্যাদি তৈরি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

সভা/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

গত ০৭ ও ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি: তারিখ ইনোভেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনব্যাপী "ভিডিও ক্লিপ তৈরি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিএলআরআই বিজ্ঞানীদের নিয়ে ০২ দিনের "সেবা সহজীকরণ" শীর্ষক কর্মশালা ২১-২২ মার্চ, ২০২০ খ্রি: তারিখ বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন

গত ০৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই ইনোভেশন টিম ধামরাই উপজেলার শরীফবাগ গ্রামে "বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী" আইডিয়াটির পাইলটিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। তাছাড়া, গত ২৩ মার্চ, ২০২০ খ্রি: তারিখ সাভার উপজেলার পানধোয়া গ্রামে "বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার" অ্যাপসটির পাইলটিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন করা হয়।

সভা অনুষ্ঠান ও বাস্তবায়ন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিএলআরআই ইনোভেশন টিম কর্তৃক ০৯ টি সভার আয়োজন করা হয় এবং সভার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়।

সেবা সহজিকরণ" শীর্ষক কর্মশালা

"ভিডিও ক্লিপ তৈরি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে :

বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপস

ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে দেশের খামারিগণ এ্যানড্রোয়েড মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঘরে বসেই গরু ও মহিষের ওজন নির্ণয়, সুষম খাদ্য প্রস্তুত ও খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং গবাদিপশুর টিকা প্রদানের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারবেন।

বিএলআরআই ফিড মাস্টার ওয়েব ভার্সন চালু করণ

www.blri.gov.bd এই পোর্টালে গিয়ে খামারি/উদ্যোক্তাগণ ফিড মাস্টার ওয়েব ভার্সন ব্যবহার করে গরু ও মহিষের ওজন নির্ণয়, সুষম খাদ্য প্রস্তুত ও খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং গবাদিপশুর ভ্যাকসিন প্রদানের সঠিক সময় নির্ধারণ করার সাথে সাথে সকল প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যের রিপোর্ট প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে পারবেন। এছাড়া, 'খামারগুরু' নামের মোবাইল এ্যাপস চালু করা হয়েছে। এতে খামারিগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে গাবদিপশু পালন করতে সক্ষম হবেন। "ব্রিডিং ম্যানেজার" নামের মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে খামারিগণ গবাদিপশুর বাচ্চা প্রসবের সময় ও দিনক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবেন।

গবেষণা কাজে ই-জার্নাল লাইব্রেরী

বিএলআরআই এ বিজ্ঞানীগণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) এ সংরক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের প্রায় ২৫০টি কৃষি বিষয়ক স্বনামধন্য ই-জার্নাল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া, AGORA, ARDI, GOALI, Hinari ও OARE আন্তর্জাতিক অনলাইন জার্নালসমূহ বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের পড়াসহ ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে।

অনলাইনে বিজ্ঞানীদের গবেষণার নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary) জমাদান

বিজ্ঞানীরা গবেষণার নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) ব্যবহার করে অনলাইনে জমা দিচ্ছেন।

ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালুকরণ

Bangladesh Research and Education Network (BdREN) এর সহযোগিতায় বিএলআরআই এ অত্যাধুনিক ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিএলআরআই হতে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নলেজ শেয়ারিং ও যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

এসএমএস গেটওয়ে চালুকরণ

বিভিন্ন সভা আহ্বান বা কর্মচারীদের তাৎক্ষনিক বার্তা/নোটিশ প্রেরণের জন্য ওয়েব বেজড এসএমএস প্রেরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে সভা আহ্বান/সতর্ক বার্তা প্রেরণের কাজে কাগজের ব্যবহার ও সময়ের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)

অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোনের মাধ্যমে বিএলআরআই এর সকল অফিস বিল্ডিং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) কানেকটিভিটির আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে বিএলআরআই এর সকল গবেষক এবং কর্মকর্তাগণের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের ফলে গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবা

বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ৫০ এমবিপিএস এবং রেডিও লিংক ব্যবহার করে ৩০ এমবিপিএস ডুপ্লেক্স ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ল্যান এ সংযোগ করা হয়েছে। ফলে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ই-যোগাযোগ বেড়েছে। এছাড়াও ওয়াইফাই জোন তৈরি করে বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইস যেমন-স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট পিসি, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করে ই-কমিউনিকেশনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমকে তরান্বিত করা হয়েছে।

আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন

বিএলআরআই এর সার্ভার রুমে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন HP Server, Cisco Switches, Mikrotik CCR Router ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণা ও উন্নয়মূলক কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন গ্রেডের ৪ জন কর্মচারিকে প্রণোদনামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শুদ্ধাচার অনুশীলন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

১৬. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিস্পত্তির ব্যবস্থা

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান অভিযোগ বক্স থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উপসংহার

মানসম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও এ ইনস্টিটিউট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নসহ নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে বদ্ধপরিকর।

বাঃ মঃ উঃ কঃ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc.gov.org

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত ও স্বআর্থিক প্রতিষ্ঠান যার ১৫টি ইউনিট সম্পূর্ণরূপে দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত। প্রতিষ্ঠা লক্ষ হতে এ কর্পোরেশনটি বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা করা হচ্ছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করে থাকে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর জলায়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার প্রায় ৭ লক্ষ উপজাতি ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো;

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সংগে জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- মৎস্য শিকার, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং
- উপরোক্ত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্যট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত/অবস্থানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/অধিবাসী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান;
- জনসাধারণের সহজ প্রাপ্যতার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন ।

মৎস্য অবতরণ (Fish landing)

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য কর্পোরেশনের ১০টি অবতরণ কেন্দ্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪,৪৭৭ (চব্বিশ হাজার চারশত সাতাত্তর) মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয় । ব্যবসায়ীরা এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের নিকট থেকে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণসহ বিদেশে রপ্তানি করে । এছাড়া কর্পোরেশন মংলা কেন্দ্রের পুকুরে মাছ চাষ করত: উৎপাদিত মাছ সরাসরি বাজারজাত করে ।

অবকাঠামোসমূহ

কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে হ্রদ এলাকায় কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি সদর অফিস ছাড়াও কাপ্তাই, লংগদু, মহালছড়ি ও মারিশ্যায় ৪টি উপকেন্দ্র রয়েছে ।

মৎস্য অভয়াশ্রম, রাঙ্গামাটি

মোবাইল মনিটরিং সেন্টার, কাপ্তাই হ্রদ

হ্রদ হতে আহরিত মৎস্য স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, মহালছড়ি ও বাঘাইছড়িতে চারটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে মাছ অবতরণ ও প্যাকিং এর জন্য অবতরণ পন্টুন, অবতরণ শেড ও প্যাকিং শেড রয়েছে। এছাড়া মাছ সংরক্ষণের জন্য প্রায় ২০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বরফকল রয়েছে। কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন স্থানে ০৭টি মৎস্য অভয়াশ্রম, ০৬টি মোবাইল মনিটরিং সেন্টার, ০১টি হ্যাচারি এবং ০৩টি নার্সারী কমপ্লেক্স, ১৩ টি নার্সারি পুকুর এবং অবৈধ মাছ পাচার রোধকল্পে ৬টি চেকপোস্ট রয়েছে।

নিজস্ব হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের প্রেক্ষাপট

কাপ্তাই হ্রদে মাছের স্বত:স্ফূর্ত প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিতকরণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশে প্রতি বছর প্রজনন মৌসুমে হ্রদে ৩ মাস মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। এ সময়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত কর্পোরেশন কর্তৃক হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদ

এ সকল পোনা মাছ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ঠিকাদারের নিকট হতে সরবরাহ করে হ্রদে অবমুক্ত করা হতো। ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পোনার উচ্চমূল্য এবং উক্ত পোনার মৃত্যুহারও অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। এরূপ পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণসহ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত 'কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প' নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা জুন ২০১৬ খ্রিঃ মাসে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের অধীন কাপ্তাই হ্রদের ০১টি হ্যাচারি ও ০১ টি নার্সারি কমপ্লেক্সসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। কর্পোরেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে এ হ্যাচারি ও নার্সারি হতে কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্তকরণ শুরু করে। এতে পোনার উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে এবং পোনা মৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

কাপ্তাই হ্রদে বিএফডিসি-র কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়

মৎস্য হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন

হ্যাচারীতে বার্ষিক ১০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। এ হ্যাচারীতে গত বছর ৫০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেণু নার্সারী পুকুরে লালন-পালন করত: ৪-৭ ইঞ্চি আকারের পোনা তৈরির পর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়। রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু মৎস্য হ্যাচারিতে মে-জুলাই ২০২০ খ্রি: মাসে ৬৭ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত রেণু প্রতিপালনের পর উৎপাদিত পোনা আগামী বছর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হবে।

মৎস্য হ্যাচারী, মারিস্যার চর, লংগদু, রাঙ্গামাটি

মৎস্য নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২৫ একরের ৮টি মৎস্য নার্সারি পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া লংগদু এলাকায় ১২ একরের ৩টি এবং রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় ১৩ একরের ২টিসহ মোট ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুর রয়েছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণু এ সকল নার্সারিতে প্রতিপালনের পর কাপ্তাই হ্রদে পোনা অবমুক্ত করা হয়।

নার্সারি পুকুরের পোনা

পোনা অবমুক্তকরণ

২০০৯ সালে হ্রদে ২২.০০ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মে এবং জুন মাসে হ্রদে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারি হতে উৎপাদিত ৪৩.০৭৮ মেট্রিক টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

২০২০ সালে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারিতে উৎপাদিত পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্তকরণ

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন

২০০৯ সালে কাপ্তাই হ্রদে ৫৫৭৮ মে: টন মাছ উৎপাদন হয় । ইহা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১২,৬৯৬ মে: টনে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশেও রপ্তানি করা হয় ।

করোনা মহামারীকালীন হ্রদে মৎস্য আহরণ

এপ্রিল ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদে মৎস্যজীবীদের মৎস্য আহরণ কাজে সহায়তা প্রদান করা হয় । মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের মাছ প্রাপ্তির সুবিধার্থে এপ্রিল ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয় । প্রজনন মৌসুমে মাছের সুষ্ঠু বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত হ্রদে মে হতে জুলাই ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয় ।

হ্রদের মৎস্য সংরক্ষণে গৃহীত অভিযান

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনাতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো । এতে হ্রদের মাছের বংশ বৃদ্ধি ব্যাহত হতো । বর্তমানে বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নৌ পুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য নিয়মিত টহল পরিচালনা করে । এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে । এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে ।

নৌপুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদ

মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান

প্রজনন মৌসুমে (মে-জুলাই) মাছের সুষ্ঠু বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত ৩ (তিন) মাস মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকাকালীন মৎস্যজীবীরা বেকার হয়ে পড়ে । ২০২০ সালে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন খাদ্য সহায়তা বাবদ ২২,২৪৯ জন মৎস্যজীবীর প্রত্যেকের মাঝে প্রতিমাসে ২০ কেজি হারে ৩ মাসে মোট ৮৯০ মেট্রিক টন চাউল বিতরণ করা হয় ।

খাঁচায় মাছ চাষ

হ্রদে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১ মার্চ ২০২০ খ্রি: হতে ৪টি খাঁচায় তেলাপিয়া ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারে খাঁচায় মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম

শুঁটকি বাজারজাতকরণ (Dry fish marketing)

কর্পোরেশন ১৯৭২ সাল থেকে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্যজীবীদের শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করে আসছে। ২০০৯-১০ সালে কাপ্তাই হ্রদে ১১৪ মে. টন দেশীয় প্রজাতির মাছের শুটকি উৎপাদন করা হয় যা ২০১৯-২০ সালে ১৫৭ মে. টনে উন্নীত হয়। এছাড়া সামুদ্রিক মাছের শুটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল এলাকায় ৪৫ একর জমিতে ৪৬০৯ টি পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি আধুনিক শুঁটকি মহাল স্থাপনের নতুন প্রকল্প প্রস্তাব সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ট্রলার বহর

কর্পোরেশনের ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আহরিত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে। ফলে এসব স্থানে সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্পোরেশনের ফিশিং ট্রলারসমূহ সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজে নিয়োজিত আছে।

বিএফডিসি কর্তৃক পরিচালিত মৎস্য ট্রলার

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরি করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক গড়ে ৪ কোটি টাকা আয় হয়।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরির চাহিদা পূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট, ইত্যাদি ডকিং- আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং-র মাধ্যমে মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন

২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ দুটি স্লিপওয়েতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কুর্ফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়। ফলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের নিকট ১০টি ভ্রাম্যমাণ ফিশভ্যান এর মাধ্যমে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৯ সালে ৫টি ভ্রাম্যমাণ ফ্রিজিংভ্যান ক্রয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ শহরে বার্ষিক ১৫০ থেকে ২০০ মেট্রিক টন মাছ বাজারজাতকরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় সামুদ্রিক ও মিঠা পানির সতেজ মাছের পাশাপাশি সীমিত আকারে কুটা মাছও বিক্রয় করা হয়।

কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে ফরমালিন মুক্ত মাছ বিক্রয়

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানিকারকদের ১,১৭,৬০৭ (এক লক্ষ সতের হাজার ছয়শত সাত) মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়

কর্পোরেশনের পাথরঘাটা, কক্সবাজার, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও রাঙ্গামাটি কেন্দ্রে মোট ৭টি নিজস্ব বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রের অবতরণকৃত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বরফকল হতে বাৎসরিক প্রায় ১৫,০১৮ (পনের হাজার আঠারো) মেট্রিক টন বরফ উৎপাদন করা হয়।

অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন ২০১৯ সাল থেকে www.bfdconlinefish.com ওয়েবসাইট যোগে ঢাকা শহরে সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অনলাইনে বিক্রি করছে।

ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্য

কর্পোরেশন ২০১৮ সাল থেকে সামুদ্রিক টুনা, ফ্ল্যাট ফিশ, চিংড়ি, স্কুইড প্রভৃতি মাছ ভ্যালু এ্যাডেড করে বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা, সেমিনার, মেলা, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করত: উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

চাপিলা মাছ

মলা মাছ

রূপচান্দা মাছ

ইলিশ

মাথাছাড়া চিংড়ি

ম্যাকারেল

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

এসডিজি (SDG) বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ওতপ্রোতভাবে কাজ করছে। এসডিজির লক্ষ্য-১৪ এর অধীন টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসইভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত মৎস্যজীবীদের মাছের আহরণোত্তর অপচয় (Post Harvest Loss) রোধকল্পে কর্পোরেশনের ১০টি ইউনিট কাজ করছে, যা মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্যাকিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণসহ রপ্তানিতে

সয়াহক ভূমিকা পালন করছে। একই সাথে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরের সাথে জড়িত মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিকসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। উল্লিখিত কার্যক্রম আরো গতিশীল করার নিমিত্ত কর্পোরেশনের অধীনে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ০৩ টি উপকূলীয় জেলার ০৮ টি স্থানে আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালি জেলার আলীপুর ও মহিপুর, পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি তে মোট ০৪টি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যা চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে শেষ হবে।

উন্নয়ন প্রকল্প (Development projects)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি (Post Harvest Loss) রোধকরণের লক্ষ্যে হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ১২৫.২৮ (একশত পঁচিশ দশমিক দুই আট) কোটি টাকা ব্যয়ে মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের দুটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ দুটি প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২০ খ্রি: তারিখে সমাপ্ত হবে। এ প্রকল্প দুটির অধীন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ০৪টি এবং হাওর অঞ্চলের ০৩টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। তন্মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২/১১/২০১৮ তারিখ হাওর অঞ্চলের মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন।

মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা

আলীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৯৬.০৬ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২৮ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে।

নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের ইশতেহারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা অনুযায়ী 'ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া' অংশটুকু প্রত্যক্ষভাবে অত্র কর্পোরেশনের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট। দেশের সমুদ্র, উপকূল, নদ-নদী, হাওর-বাওড়, কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্পোরেশনের ১০টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র চালু আছে। এ কেন্দ্রগুলোতে সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সরাসরি অবতরণ করা হয়। এতে মাছের গুণগত মান প্রায় অক্ষুণ্ন রেখে ধৃত মাছের অপচয় রোধ এবং মাছের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে অবতরণ কেন্দ্রসমূহের বরফকলে উৎপাদিত বরফ দ্বারা চিলিং প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহণ করা হয়।

এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থান যথা: পটুয়াখালীর আলীপুর-মহিপুর, পিরোজপুরের পাড়েরহাট ও লক্ষীপুরের রামগতি এবং দেশের হাওর অঞ্চলের নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এতে মাছ সংরক্ষণের সুব্যবস্থাও থাকবে। এ কেন্দ্রগুলো চালু হলে মৎস্যজীবীরা তাদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে। ফলে মাছের আহরণোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধ হবে। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার প্রায় ০৭ লক্ষ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পরোক্ষ সুযোগ সৃষ্টি করছে। হ্রদে নিবন্ধিত ২২,২৪৯ জন মৎস্যজীবী সরাসরি হ্রদে উৎপাদিত মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও মেরিন ডকইয়ার্ড ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নির্বাচনী ইশতেহার ৩.১০, ৩.১২, ৩.১৩ ও ৩.১৬ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

আই.সি.টি/ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট (www.bfdc.gov.bd) চালু আছে। এ ওয়েবসাইটে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম, টেন্ডার নোটিশ, চাকরি বিজ্ঞপ্তি, চাকরির আবেদন ফরম, নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফলসহ অন্যান্য তথ্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ২টি ই-মেইল আইডি (bfdc_64@yahoo.com; email@bfdc.gov.bd) চালু আছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটের ১০০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি ই-মেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়। ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ৪০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিষ্পন্ন করা হয়। ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ৫৫% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

কর্পোরেশনে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৯৪৮টি অডিট আপত্তি ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ৪৩৬টি আপত্তি নিষ্পত্তির পর ৫১২টি আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকে। ৫১২টি আপত্তি হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গত ০৫ জুলাই ২০২০ খ্রি: ২০১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ৩১২টি সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ২০০টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে ২৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৬০ জনঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম ৯৫ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ও ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে বহি:স্থ ইউনিটসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা আছে। এতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপসংহার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্ত দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথা: সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানি কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নের নিমিত্ত বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন যুগোপযোগী নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

www.mfacademy.gov.bd

১. ভূমিকা

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে ডুবে থাকা যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত জাহাজ এবং পোতা মাইন অপসারণ করে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের নির্ধারিত কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্য সম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তা আহরণের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকার তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্ত অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি মৎস্য আহরণের জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করেন। ভবিষ্যতে যাতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা যায় এবং আরও ব্যাপক হারে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণ করা যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার কর্তৃক রাশিয়ান সরকারের কারিগরী সহযোগিতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ একাডেমি হতে পাশকৃত ক্যাডেটদের কর্মক্ষেত্র সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সেক্টরের পাশাপাশি নৌ বাণিজ্যিক সেক্টর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরে সম্প্রসারিত হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নবনির্মিত ভাস্কর্যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন

২. রূপকল্প

মেরিটাইম সেক্টরে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কোর্সসমূহ পরিচালনার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৩. অভিলক্ষ্য

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, নৌ বাণিজ্যিক, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে কর্মসংস্থানের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কোর্সসমূহ পরিচালনা করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি

প্রতি শিক্ষাবর্ষে ব্যাচ ভিত্তিতে ৯০ জন দেশীয় শিক্ষার্থী ক্যাডেট এবং ১০ জন বিদেশী ক্যাডেট ভর্তি করা এবং অনুমোদিত সিলেবাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স/৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নটিক্যাল স্টাডিজ/বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং/বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ শীর্ষক শিক্ষা কোর্সসমূহ পরিচালনা করা। পাশাপাশি নিয়মিত তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনা, সমুদ্র প্রশিক্ষণ, প্রিপারে-টরী/চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা, ফলাফল প্রকাশ করা ইত্যাদি।

ক্যাডেট হোস্টেল (পুরুষ)

ক্যাডেট হোস্টেল (মহিলা)

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

ক্রমিক	পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
ক.	অধ্যক্ষ	৪	১	১ (প্রেষণে-১)	০
খ.	ঊর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর	৫	২	২ (প্রেষণে-১)	০
গ.	ইন্সট্রাক্টর	৬	৫	৫ (প্রেষণে-১)	০
ঘ.	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৯	৫	৪ (প্রেষণে-১)	১
ঙ.	মেডিকেল অফিসার-কাম-ইন্সট্রাক্টর	৯	১	০	১
চ.	এডুকেশন অফিসার	৯	২	১	১
ছ.	ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর	১০	১	১ (প্রেষণে-১)	০
জ.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	১	১	০
ঝ.	ফোরম্যান (মেকানিক্যাল)	১১	১	১	০
ঞ.	অন্যান্য কর্মচারী	১৩-২০	৪৪	৩৬	৮
		-	৬৩	৫২	১১

৭. ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহ

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা

কোর্সসমূহ	উত্তীর্ণ ক্যাডেট সংখ্যা	মোট
বি.এসসি (পাশ) নটিক্যাল	২৬ জন	৬১ জন
বি.এসসি (পাশ) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	২৭ জন	
বি.এসসি (পাশ) মেরিন ফিশারিজ	০৮ জন	

খ. বাজেট বাস্তবায়ন

ধরণ	বরাদ্ধ	ব্যয়
অনুন্নয়ন বাজেট	৯০১.০০ লক্ষ টাকা	৭৫৩.৬৬ লক্ষ টাকা
উন্নয়ন বাজেট	নেই	নেই

একাডেমিক ভবন-২

সুইমিং পুল, অডিটোরিয়াম ও জিমনেশিয়াম কমপ্লেক্স

গ. রাজস্ব আয়

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আয়	৫০.০০ লক্ষ টাকা	৩৮.৭১ লক্ষ টাকা

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) বাস্তবায়ন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি Annual Performance Agreement (APA) সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন কিছুটা ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি মোটামুটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে একাডেমির অর্জিত স্কোর ৭০% এর বেশি হবে বলে আশা করা যায়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ দপ্তরে সম্পাদিত রক্তদান কর্মসূচি APA এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি পালনসহ রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট এর সেচ্ছাসেবী সংগঠন 'সন্ধানী'র পরিচালনায় ৪০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

রক্তদান কর্মসূচি পালন

৯. নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের ইশতেহারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর সম্পর্কিত পঞ্চম দফা তথা : For development and capacity increasing of the Fisheries Sector, necessary measures will be taken for quality improvement in wide-ranging research, managerial development in fish cultivation through engaging farmers and preventing waste of end caught.

এক্ষেত্রে, সর্বাধুনিক টেকসই পদ্ধতিতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও জরিপ বিষয়ে স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ের প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম ও এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে উক্ত ইশতেহার বাস্তবায়নে এ একাডেমি সরাসরি অবদান রাখছে।

মহিলা ক্যাডেটদের প্যারেড

মহিলা ক্যাডেটদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

১০. আই,সি,টি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং ৬১ ওয়ার্কস্টেশন সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একাডেমির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.mfacademy.gov.bd) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত ও দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ই-নথি সিস্টেমের ব্যবহার চালু করা হয়েছে, এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় একাডেমির সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস সরকারি অর্থায়নে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা হয়।

একাডেমির ক্যাডেটদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবের প্রশিক্ষণ

১১. SDG অর্জনের অগ্রগতি

SDG-র ক্রমিক ১৪ এ উল্লেখিত Conserve and sustainable use of the oceans, seas and marine resources for sustainable development এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ একাডেমি অবদান রাখছে। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ যার দুদীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার উপকূল লাইন এবং ১,১৮,৮১৩ বর্গ.কি. একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ের শিক্ষা কোর্স পরিচালনাসহ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা হয়।

একাডেমির ক্যাডেটদের পাঠদান

বিদ্যামান কোর্সসমূহের চূড়ান্ত পরীক্ষা-২০১৯

১২. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ একাডেমির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কোন দুর্নীতি, জালিয়াতি, ইত্যাদির নজির নেই।

ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১৩	২৩৯.২৭ লক্ষ	৫	৬.৬৪ লক্ষ	৮	২৩২.৬৩ লক্ষ

১৩. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ একাডেমিতে নিম্নের সারণী অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন :

বিবরণ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৭	১১
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১	১

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে এ একাডেমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত অর্থবছরে এ একাডেমির অর্জিত মান ৮০% এর অধিক হবে বলে আশা করা যায়।

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

অভিযোগ এবং সেবার মান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য এ দপ্তরের প্রশাসনিক ভবনের করিডোরে নির্ধারিত স্থানে বক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও একাডেমির ওয়েবসাইটে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা (GRS) সেবা বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ দপ্তরে অনলাইন কিংবা অফলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উপসংহার

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ বাণিজ্যিক সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের অন্যতম পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটগণ একদিকে গভীর সমুদ্রগামী ফিশিং জাহাজ/ট্রলার এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নিয়োজিত হয়ে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণসহ জাতীয় মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে, ক্যাডেটগণ বিদেশী ফিশিং জাহাজসহ ও নৌ বাণিজ্যিক জাহাজে দক্ষতার সাথে কর্মরত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

www. bvc-bd.org

ক. ভূমিকা

ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Statutory Body)। "দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২" (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে এর প্রয়োগ ও ভেটেরিনারিয়ানগণের আইনগত অধিকার সুরক্ষা করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আর্মি, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ দেশে ও বিদেশে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন যা নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

খ. রূপকল্প (Vision)

মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

গ. অভিলক্ষ্য (Mission)

ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ভেটেরিনারি পেশাজীবী তৈরিতে সক্রিয় সহায়তা করা।

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objective)

- ভেটেরিনারিয়ানদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা;
- পেশার নৈতিক মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

ঙ. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- ভেটেরিনারিয়ান, প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ- সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি ও বাস্তবায়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ, কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান; বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ. সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

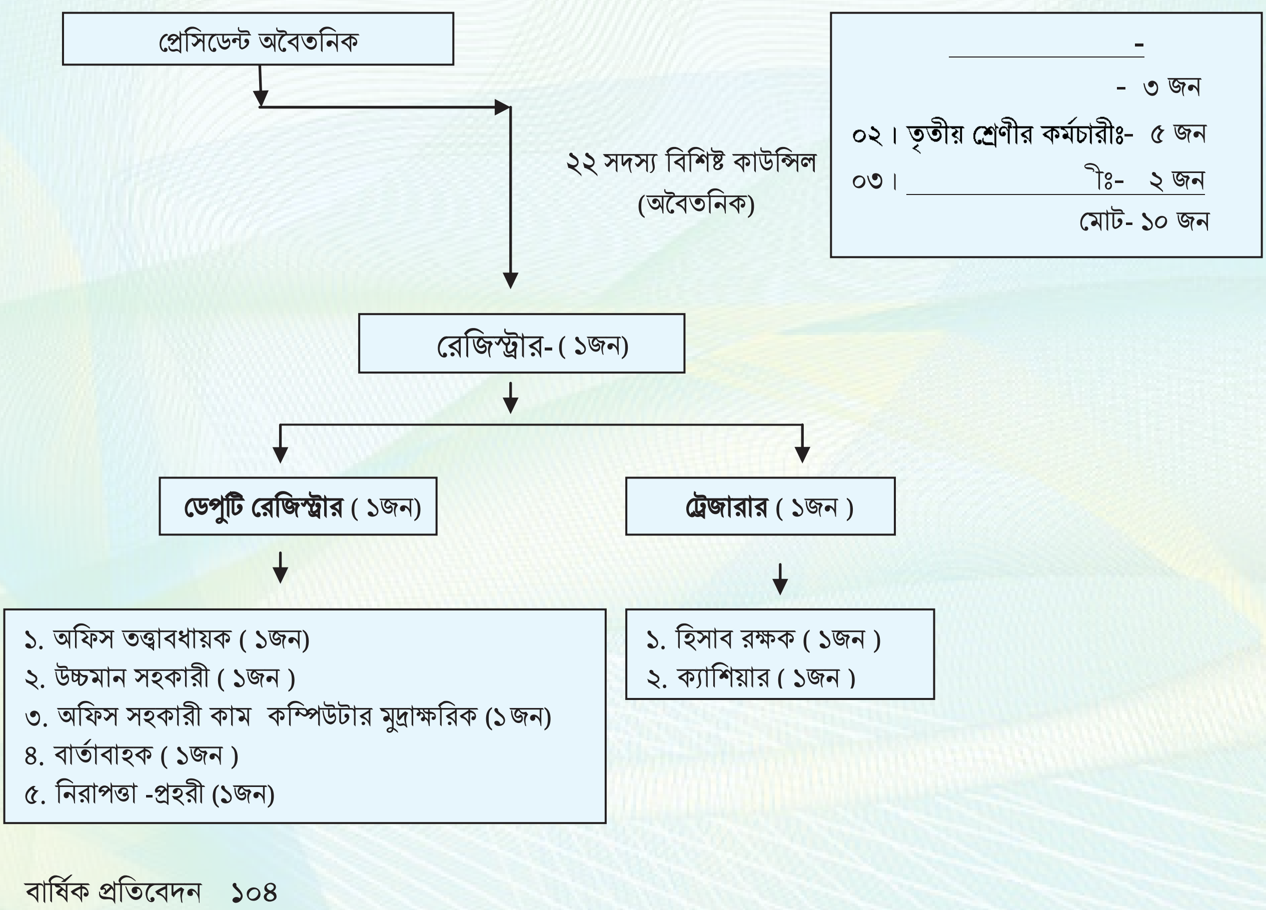

ছ. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ

১. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান

ভেটেরিনারিয়িনগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পেশাগত কাজ করতে পারেন না বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই দক্ষ পেশাজীবীদের ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ বছরে মোট ৫১৯ জন ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্সকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

২. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান

তৃণমূল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হয় এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের কাছ থেকে মানসম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর মোট ৪৫৫ জন পেশাজীবীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়।

৩. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরিদর্শন

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কি মানের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে। অত্র দপ্তর বিগত অর্থ বছরে ৩টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে।

৪. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পি সি) পরিদর্শন

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছেন ও ইথিক্যাল মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। গত অর্থবছরে ১৬টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম উপলক্ষ্যে ইন্টার্নশিপ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

৫. ভবন নির্মাণ প্রকল্প

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অফিস ভবনের জন্য কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে উক্ত জমিতে ১০তলা ভবনের ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় যাবতীয় নির্মাণ আনুষংগিক কাজ ডিসেম্বর-২০২১ নাগাদ শেষ হতে পারে। এ প্রকল্প সম্পন্ন হলে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স হল, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরী, মহিলাদের জন্য নামাজের স্থান, ডাইনিং হল ও ডরমেটরীর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬. কর্মশালা

ক. ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ১৮২জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণে এবং ২৪৭ জন পেশাজীবি কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন;

খ. দাপ্তরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৯ জন কে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৭. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণ

"ডিজিটাল বাংলাদেশ" কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী,রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০০০ ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে চিকিৎসকগণ তাঁদের যে কোন তথ্য ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাংখিত চিকিৎসকগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন। ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৮. ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড প্রকাশ

এদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষায় সমতা আনয়ণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের মানদন্ড (BVC Standard for Veterinary Education) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মানদন্ডে ৬৮-৭০% কোর ভেটেরিনারি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যমূলক করা হয়েছে। তাছাড়া এ্যাকুয়াটিক ভেটেরিনারি মেডিসিন, নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য ও বণ্যপ্রাণির স্বাস্থ্য সেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মানদন্ডটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

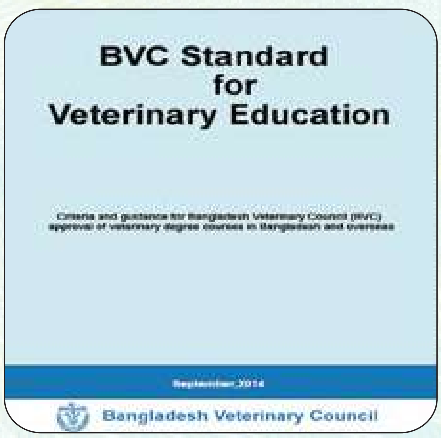

৯. নারীর ক্ষমতায়ন

নারী ভেটেরিনারিয়ানগণ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁরা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, টিকা দান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

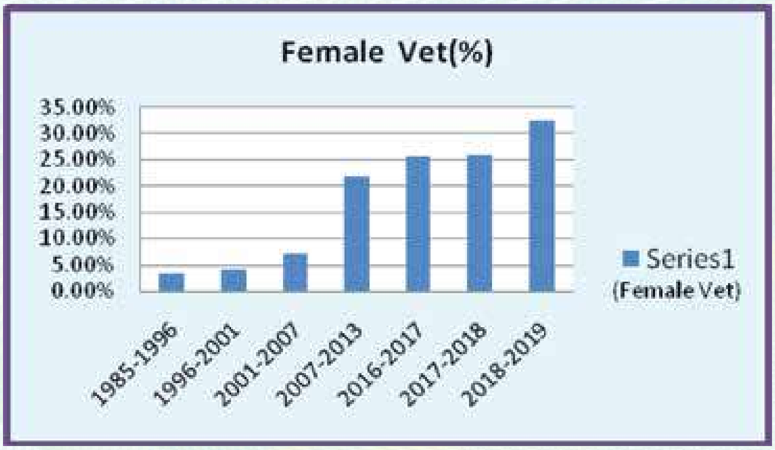

নারী ভেটেরিনারিয়ানদের বর্ষ ভিত্তিক শতকরা হার

নারী ভেটেরিনারিয়ান কোরবানির হাটে গরুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রান্তিক নারী হাঁস পালন করে জীবিকা নির্বাহ করছেন

১০. নারী শিক্ষার প্রসার

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করায় মেয়েরা ভেটেরিনারি শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত নারী ভেটেরিনারিয়ানের হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে ৪.২%, ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২%। জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ সালে ২৫.৭৭% এবং ২০১৭-২০১৮ সালে ২৬.০৪% এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.৭০% এ দাঁড়িয়েছে।

কোরবানির পশুর হাটে পুরুষ ভেটেরিনারিয়াদের পাশাপাশি নারী ভেটেরিনারিয়ান

জ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কাউন্সিল গত ৫ম বারের মতো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

ঝ. সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়ন গৃহীত কার্যক্রম

দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্নাতক পর্যায়ের কোর্স ক্যারিকুলামে এনিমেল প্রোডাকশন কোর্সের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্বাচনী ইস্তেহারে উল্লেখিত "Food Safety and Public Health"-এর আলোকে কেবল প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিক্রমে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ঞ. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম

অত্র দপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। e-tendering কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং e-filing কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ট. ইনোভেশন কার্যক্রম

এ দপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ফলে কিছু সেবা সহজ করা সম্ভব হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রাণিচিকিৎসকগণের ডাটা বেজ হালনাগাদকরণ, Online এ Recommendation letter প্রাপ্তি এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা। ২টি Apps তৈরি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এর রেপ্লিকেশন হচ্ছে। আরও ১টি Apps তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে, যার মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে সেবা পাবেন।

ঠ. SDG অর্জনের অগ্রগতি

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal এবং Target ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে খসড়া Action plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

ড. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল (বিভিসি)	২৪	১৮	০৬	-	-	

ঢ. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

ভেটেরিনারিয়ানগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা কর্মকালীন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ণ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত এক ঘন্টা ব্যাপী ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করার জন্য কাউন্সিল সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ত. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কাউন্সিলের অফিস ভবনে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে।

উপসংহার

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবী ও শিক্ষার অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল বর্তমান সরকারের আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের অব্যাহত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালনে সক্ষম বলে আশা করা যায়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

ভূমিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন অর্জন, উদ্ভাবন ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ দপ্তর। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। এ খাত বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাত অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

রূপকল্প (Vision)

বিপুল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক নতুন নতুন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত প্রযুক্তি অবহিতকরণসহ উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁদের উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত উন্নত কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের ক্ষেত্রে অত্র দপ্তরকে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার' হিসেবে রূপায়িতকরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

লক্ষ্য

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'ভিশন-২০২১ ও ২০৪১' বাস্তবায়নের প্রত্যয়কে এগিয়ে নেয়াই এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ সহনশীল (Sustainable) উৎপাদন,খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির (Technologies) সফল প্রচারসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;

- দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা;
- আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ,সংরক্ষণ,মূল্যায়ন,বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার/সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- বন্যা ও খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মৎস্য ও পশু-পাখির রোগব্যাধি মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় চাষীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং দৈনন্দিন গ্রহণের প্রয়োজনীতা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন ধরণের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্যচিত্র তৈরি ও প্রচার;
- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- মাঠ পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাষীদেরকে সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন;
- কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে জনসম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণসহ সকল আইন ও বিধিবিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা;
- কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;

◈ জাটকা নিধন প্রতিরোধসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

◈ পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার,পুস্তক-পুস্তিকা, মাসিক বার্তা ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;

◈ মৎস্য প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

◈ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন;

◈ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার,প্রশিক্ষণ,মেলা,কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রচার ।

সাংগঠনিক কাঠামো

সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন যুগ্ম-সচিব দপ্তর প্রধান হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন । এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় (১) প্রশাসন ও প্রকাশনা (২) তথ্য, পরিকল্পনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (৩) গণমাধ্যম-এ ৩টি শাখা নিয়ে গঠিত । ৫ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাসহ প্রধান কার্যালয়ের মোট লোকবল ৩৭। এ ছাড়া প্রধান কার্যালয়ের অধীন ঢাকা,রাজশাহী,বরিশাল ও কুমিল্লা এ ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটিতে জনবল সংখ্যা ১১ ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ

ক. মুদ্রণ সামগ্রী

১. পোস্টার মুদ্রণ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে 'মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শীর্ষক পোস্টার, মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে পোস্টার, "প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা বন্ধ রাখুন" শীর্ষক পোস্টার, লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কে সচেতনতামূলক পোস্টার, কোরবানির জন্য সুস্থসবল গবাদিপশু চেনার উপায় সংক্রান্ত পোস্টার ও বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস বিষয়ক পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ ।

গবাদিপশুর জলাতঙ্ক বিষয়ক পোস্টার

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে জনগণের মাঝে পোস্টার বিতরণ

২. লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ

গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কিত লিফলেট, গবাদিপশুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হৃষ্ট-পুষ্ট করণ সম্পর্কিত লিফলেট, গবাদিপশুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিফলেট ।

গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কিত লিফলেট

পশুর চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিফলেট বিতরণ

৩. ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ

তড়কা বা এনথ্রাক্স রোগ ও প্রতিকার , গুজি আইড় মাছের কৃত্রিম প্রজনন, গনিয়া মাছের চাষ ও প্রজনন এবং জলাতঙ্ক শীর্ষক ফোল্ডার ।

৪. বার্ষিক প্রতিবেদন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ মুদ্রণ ও বিতরণ ।

৫. ফেস্টুন ও রোল ব্যানার তৈরি

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ব্যানার ও বিভিন্ন ধরণের ফেস্টুন এবং কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় সম্পর্কিত ফেস্টুন তৈরি ও বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শণ ।

খ. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্তে প্রচার সামগ্রি নির্মাণ

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রামাণ্য চিত্র, টিভিসি ও জিঙ্গেল নির্মাণ করা হয়, যেমন-

১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ;
২. লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কে টিভিসি নির্মাণ;
৩. মা ইলিশ রক্ষা করুন,সারা বছর ইলিশ ধরা বন্ধ রাখুন এ সম্পর্কিত টিভিসি নির্মাণ;
৪. ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;
৫. 'ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা বন্ধ রাখুন' বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;
৬. 'কোরবানির জন্য সুস্থ সবল পশু ক্রয়ে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সহায়তা নিন' বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;
৭. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষ্যে জিঙ্গেল নির্মাণ ।

গ. প্রিন্ট মিডিয়ায় জন সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ- ২০১৯ উপলক্ষ্যে এবং ঈদ-উল- আযহা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য ও বহুল প্রচারিত ৮ টি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ. নিয়োগ

১৯৮৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা (যা বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামে পরিচিত) দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৭টি পদ নিয়ে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর" সৃষ্টি হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরটি সাবেক কৃষি তথ্য সংস্থা থেকে আলাদা হবার পর থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এ দপ্তরের কোন নিয়োগবিধি ছিল না। অবসর ও মৃত্যুজনিত কারনে পদ শূন্য হলেও নিয়োগবিধির অভাবে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মোট ৮১টি পদ সমন্বয়ে এ দপ্তরের নিয়োগবিধি অনুমোদিত হয়। নিয়োগবিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে ১৯ জন কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং ২০২০ সালে ১০ জন কর্মচারি নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে ১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

ঙ. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রল প্রচার

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষ্যে, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে এবং লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কে ২২ টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ৭ দিন করে স্ক্রল প্রচার করা হয়।

চ. ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার

লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কে নির্মিত টিভিসি ৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ১০ বার, "মা ইলিশ রক্ষা করুন" সম্পর্কিত টিভিসি ৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ১০ বার এবং ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক জিঙ্গেল ১০ টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ২০ বার প্রচার করা হয়।

ছ. টক-শো

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'টক শো' আয়োজন করা হয়।

জ. প্রচার প্রসারের কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

১. সাত সদস্যের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

২. মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সংবাদ দেশের বহুল প্রচারিত বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ আকারে প্রচার করা হয়েছে।

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের তথ্যসমৃদ্ধ অ্যাপস তৈরির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
০২	৫৯,৭৪,১৫০/-	০২	০২	০২	২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় উত্থাপন করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-ফাইলিং এবং ২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে একজন কর্মকর্তাকে জলবায়ু ও কৃষি বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাজেট ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে এ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সদর দপ্তর ও এর অধীন আঞ্চলিক অফিস সমূহকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ দপ্তরের Website(www.flid.gov.bd) এর মানোন্নয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিক অফিসসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দাপ্তরিক গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান ও কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব অফিস কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোনো অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নেই।

উপসংহার

দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বাড়লেও দেশের সব মানুষ সমান হারে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করতে পারছে না, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ও বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষ ও গবাদিপশু-পাখি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।